Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সবরের সুফল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শামীমা নাছরিন শামান্তা

রোলঃ 21500290227

২৮ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সবরের সুফল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শামীমা নাছরিন শামান্তা

রোলঃ 21500290227

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সবরের সুফল " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শামীমা নাছরিন শামান্তা, আইডিঃ 21500290227 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আলী হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সবরের সুফল " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

শামীমা নাছরিন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৮ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

শামীমা নাছরিন শামান্তা

আইডিঃ 21500290227

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

সবর শব্দের অর্থ ও বিশ্লেষণ 8

পরিস্থিতিভেদে সবরের বিভিন্ন নাম 10

সবরের শাখা সমূহ (انواع الصبر) 11

সবর ঈমানের অংশ 14

ধৈর্য্য ইসলামের সৌন্দর্য 15

আল কোরআনের দৃষ্টিতে সবরের তাৎপর্য,গুরুত্ব ও ফযিলত 17

সবর হাসিলের উপায় 21

সবর মুমিনের অন্যতম গুণ 22

সবর অবলম্বনের উপকারিতা 23

আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের হুকুম পালনার্থে সবর করা 24

ধৈর্য্য সফলতার চাবিকাঠি 25

সবর পরীক্ষা সরূপ 26

বিপদের সময় সবর অবলম্বন করা 28

পারিবারিক জীবনে ধৈর্য্যের সুফল 30

প্রিয়জনের মৃত্যুতে ধৈর্য্যধারণ 31

অমুসলিমদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধৈর্য্যধারণ 33

রাগ নিয়ন্ত্রণে ধৈর্য্যধারণের সুফল 35

সিয়াম পালন ধৈর্যের অন্যতম একটি উদাহরণ 36

সবর সম্পর্কিত কিছু হাদীস 37

ধৈর্য্য সম্পর্কে আলিমগণের মতামত 39

সাহাবি গণের মধ্যে ধৈর্যের গুণাগুণ....41
সবর ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা 44
সুখ ও সমৃদ্ধিতে সবর ও শুকরিয়া....44
রাসূল(সা) এর ধৈর্য্যশীলতা....46
ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা মানবিক গুণাবলির অন্যতম 50
সারসংক্ষেপ....51
তথ্যসূত্র 53

ভূমিকা

আমাদের এই ছোট্ট দুনিয়ার জীবনটাতে সুখ-শান্তি,আনন্দের পাশাপাশি প্রতিনিয়ত বিপদাবিপদের সম্মুখীন হতে হয়।আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এ সবকিছুই পরীক্ষা সরূপ দিয়ে থাকেন।কাউকে পরীক্ষা করা হয় ধনসম্পদ দ্বারা,কাউকে দারিদ্রতা দ্বারা,আবার কাউকে পরীক্ষা করা হয় অসুস্থতা দ্বারা।যখন কোনো বান্দা বিপদে পরে তখন সর্বপ্রথম তার যে কাজটি করা উচিত তা হলো,সে যে অবস্থায় ই থাকুক না কেন আল্লাহ তা'আলার ওপর সর্বাবস্থায় 'সবর' করা,হতাশ না হওয়া।'সবর' বলতে মূলত বোঝায় আনন্দ,প্রতিকূলতা,দুঃখ এবং উদ্বেগের সময়ে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা।আমার কোনো আত্মীয়-স্বজন, নিকটাত্মীয় ইন্তেকাল করেছেন; এ ক্ষেত্রে আমি একদম নিশ্চুপ বসে থাকার নাম সবর বা ধৈর্য নয়; বরং সবর হচ্ছে নিজের মনের কামনা ও খায়েশ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা। মানুষের মাঝে দুটি শক্তি রয়েছে, একটি শক্তি তাঁর দ্বিনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে, আর অন্য শক্তি কুমন্ত্রণা; যা দ্বিনের ওপর বিজয়ী হওয়ার চেষ্টা করে। সুতরাং দ্বিনকে তার ওপর বিজয়ী করার নামই হচ্ছে সবর। নিজের আত্মাকে এমন জিনিসের ওপর আবদ্ধ রাখা যা সে অপছন্দ করে।ধৈর্য্য বা সবরের ফল যেমন দুনিয়াতে পাওয়া যায়, আখিরাতেও পাওয়া যায়।আল্লাহ তা'আলা এক মহান উদ্দেশ্যে তাঁর বান্দাদেরকে বিভিন্ন আপদ-বিপদ ও মুছীবত দ্বারা আক্রান্ত করে থাকেন।এর মাধ্যমে মানুষের গুনাহ-খাতা মাফ হয়।যেমন মুছীবতে পড়ে কেউ ধৈর্যধারণ করতে পারলে ও আনুগত্যের পথে অগ্রসর হতে পারলে তার জন্য মুছীবত দীনি নেয়ামতে পরিণত হয়।সুতরাং মুছীবত যেহেতু আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে,সে হিসেবে সেটা সমস্ত মাখলুকের জন্য রহমত সরূপ।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারিমে বলেছেন- "আর তারা বলবে-সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের দূঃখ দূর করেছেন। নিশ্চয় আমাদের পালনকর্তা ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।যিনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদেরকে বসবাসের গৃহে স্থান দিয়েছেন, তথায় কষ্ট আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ করে না ক্লান্তি। (সূরা ফাতির ৩৪-৩৫)।

মনে রাখা জরুরি,ধৈর্যের পরিণতি প্রশংসনীয়। বান্দার বিপদ-আপদে যদি গোনাহ ক্ষমা হয়, পাপগুলো ঝরে যায় তবে মুমিন বান্দার জন্য এটা অনেক বড় নেয়ামত। আর

বিপদ-মুসিবত যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে ধৈর্য ও আনুগত্য সৃষ্টি করে তবে এই মুসিবত তার জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে বিশাল নেয়ামতে পরিণত হয়।

আমরা নবী-রাসূল,সাহাবায়ে কেরাম দের জীবনী পড়লে দেখতে পাই,তারা কতশত কষ্টে জর্জরিত হওয়ার পরও তাঁরা কিন্তু হতাশ হয়ে যান নি বরং পুরোপুরি আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল রেখে তাঁদের কষ্ট,বিপদাপদ গুলোতে ধৈর্যধারণ করেছেন।আমরা তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষা নিয়েই আমাদের জীবনে 'সবর' করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।সবর করলে তার ফলাফল যে কতটা সুমধুর হতে পারে সেটা জানাই আমাদের এ বিষয়ের মূল উপজীব্য।

সবর শব্দের অর্থ ও বিশ্লেষণ

সবর (আরবী:صبر) শব্দের অর্থ অবিচল থাকা, সহনশীলতা,ধৈর্যধারণ করা।সবর বা ধৈর্য বলতে বুঝায়- আনন্দ, প্রতিকূলতা, দুঃখ এবং উদ্বেগ ইত্যাদির সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং মন্দ কাজগুলি এড়ানো।জুন্নুন মিসরী রহ.বলেন,আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ থেকে দূরে থাকা,বিপদের সময় শান্ত থাকা এবং জীবনের কুরুক্ষেত্রে দারিদ্রের কষাঘাত সত্ত্বেও অমুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করা। প্রথমত, অন্যায়-অপরাধ ও পাপকাজ থেকে বিরত থাকা।সব রকমের অকল্যাণ ও গ্লানি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এটি অন্যতম উপায়। দ্বিতীয়ত, ইবাদত ও সৎ কাজ করা। ইবাদত ও সৎ কাজ পবিত্রতা এনে দেয়। তৃতীয়ত, প্রতিকূলতার সময় ধৈর্য ধরে থাকা। সবরে কামিল বা পরিপূর্ণ ধৈর্যই মানবজীবনকে পূর্ণতা দিতে পারে।যেকোনো অযাচিত পরিবেশে ও অনাহূত পরিস্থিতিতে নিজেকে সংযত রেখে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার অনেক উদাহরণ আছে যেমন হজরত মুসা (আ.)–এর জীবনীতে- তিনি নদীর পারে এসে নদী পারাপারের উপায় না দেখে প্রবল বিপদের মুখোমুখি হয়েও ধৈর্য হারাননি। বরং উম্মতকে সান্ত্বনা দিয়ে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে দৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন,

قَالَ كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

মূসা বলল, কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন। (সূরা শুআরা-৬২)

মুমিনের প্রতিটি পদক্ষেপে ধৈর্যের প্রয়োজন। আল্লাহর নির্দেশের সামনে ধৈর্যের প্রয়োজন। আল্লাহর পথে দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধৈর্যের প্রয়োজন।সবর করার সময় কোনাভাবেই ক্ষোভ, হতাশা ও অস্থিরতা প্রকাশ করা যাবে না। নিজের ভাষা ও আচরণকে সংযত রাখাও জরুরি। মহান আল্লাহ তাআলা জীবনের সব কষ্ট ও বিপদাপদে নামাজ ও সবরের মাধ্যমে তাঁর কাছে সাহায্য চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ, এতেই মানুষের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তাআলা মুমিনকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

হে মুমিন গন! তোমরা ধৈর্য্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চিতই আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (সূরা বাকারাহ-১৫৩)

মনে রাখা জরুরি,ধৈর্যের পরিণতি প্রশংসনীয়। বান্দার বিপদ-আপদে যদি গোনাহ ক্ষমা হয়, পাপগুলো ঝরে যায় তবে মুমিন বান্দার জন্য এটা অনেক বড় নেয়ামত। আর বিপদ-মুসিবত যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে ধৈর্য ও আনুগত্য সৃষ্টি করে তবে এই মুসিবত তার জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে বিশাল নেয়ামতে পরিণত হয়।

পরিস্থিতিভেদে সবরের বিভিন্ন নাম

সবর তিন প্রকার। যথা:

প্রথম : আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নির্দেশ পালন ও ইবাদত- বন্দেগী সম্পাদন করতে গিয়ে ধৈর্য ধারণ করা।

দ্বিতীয়: আল্লাহ তা'আলার নিষেধ এবং তার বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে অটুট ধৈর্য রাখা। এবং

তৃতীয়: তাকদীর ও ভাগ্যের ভালো-মন্দে অসন্তুষ্ট না হয়ে ধৈর্য্য ধরা।

আবার বলা হয়েছে সবর দুই প্রকার। দৈহিক সবর ও মানসিক সবর। দৈহিক সবর: যেমন দৈহিক কষ্ট সহ্য করা এবং উহাতে দৃঢ় থাকা- ইত্যাদি। এই দৈহিক সবরও আবার দুই প্রকার। যেমন প্রথমতঃ নিজে কোন কঠিন কাজ করা বা পরিশ্রমসাধ্য কোন এবাদত সম্পন্ন করা। দ্বিতীয়তঃ অপরের দ্বারা প্রহার, কোন কঠিন ব্যাধি বা মারাত্মক কোন যখম সহ্য করা। এই সবর যদি শরীয়তসম্মত, হয় তবে তা উত্তম। অন্যথায় তাকে উত্তম বলা যাবে না। দ্বিতীয় প্রকার সবর হলো মানসিক সবরঃ যেমন, নিজের মনকে যাবতীয় কামনা-বাসনা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখা। এই সবর সর্বাবস্থায় উত্তম। অর্থাৎ এই সবর যদি সুস্বাদু খাবার গ্রহণ ও যৌন বাসনা হতে করা হয়, তবে একে বলা হবে 'ইফফত'। আর অপরাপর মন্দ কাজ হতে যখন এই সবর করা হবে, তখন প্রত্যেক মন্দ কাজের সাথে এই সবর ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হবে। যেমন বালা-মুসীবত হতে সবর করা হলে ইহার নাম সবরই বলা হবে এবং তার বিপরীত অবস্থাকে বলা হয় নৈরাশ্য। যদি অর্থ-বিত্ত ও ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে সবর করা হয়, তবে এই সবরের নাম আত্মসংযম।ধৈর্য যদি রাগ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হয়,তবে একে বলে সহিষ্ণুতা।এভাবে পরিস্থিতিভেদে সবরের রূপের পরিবর্তন ঘটে থাকে।

সবরের শাখা সমূহ (انواع الصبر)

শায়খুল হাদীস আল্লামা ইবনু তাইমিয়্যাহ্ বলেন, সবরের শাখা-প্রশাখা হলো তিনটি। যথা-

১. (الصبر علي الطاعة)আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (ﷺ) যে সমস্ত কাজের হুকুম করেছেন, সেগুলোর অনুবর্তিতা করা মনের উপর যত কঠিনই হোক না কেন, তাতে মনকে স্থির করা।

২. (الصبر عن المعاصي)যে সমস্ত বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) নিষেধ করেছেন, সেগুলো নাফসের জন্য যত আকর্ষণীয় হোক না কেন, তা থেকে নাফসকে বিরত রাখা।

৩. (الصبر علي المصائب)বিপদাপদ ও কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করা। দুঃখ-কষ্ট ও সুখ-শান্তিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত মনে করা ও বিশ্বাস করা।

শাখাসমূহের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা-

প্রথম শাখা : নফসকে মহান আল্লাহর 'ইবাদতে ও আনুগত্যে বাধ্য করা। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেন,

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ

"আর মৃত্যু আসা পর্যন্ত তুমি তোমার প্রভুর 'ইবাদত করতে থাকো।" (সূরা আল হিজর-৯৯)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জীবন থাকা পর্যন্ত তাঁর 'ইবাদত-বন্দেগী করতে বলেছেন। আর 'ইবাদত করতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর প্রিয় রাসূল (ﷺ)-এর দেখানো আদর্শের ভিত্তিতে। অন্য কোনো মতের-পথের বা নাফসের চাহিদা অনুযায়ী 'ইবাদত গৃহীত হবে না। সচরাচর মানুষের আত্মা নিয়ম মেনে কাজ করতে চায় না। 'ইবাদত কম-বেশি কষ্টের কাজ। কোনো কোনো 'ইবাদতে আছে দৈহিক ও অর্থ ব্যায়ের মানসিক যাতনা। যেমন শীতকালে ঠাণ্ডাপানিতে ওযূ করার কষ্ট, ভোরে সুখের নিদ্রা ত্যাগ করে সলাতের জন্য জাগ্রত হওয়ার কষ্ট, রমাযান মাসে টানা সিয়াম পালনের কষ্ট, দুনিয়াবী কাজের ব্যস্ততার সময় আযানের সুর শুনে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত গমনের কষ্ট বরণ করে নেয়া একজন মানুষের পক্ষে সত্যিই অনেক কষ্টের

ব্যাপার। আর এ সমস্ত বিষয়ে নিজের প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় না দিয়ে মহান আল্লাহর নির্দেশ যথাযথভাবে পালনের জন্য আত্মাকে বাধ্য করা একান্ত কর্তব্য।

‘ইবাদতের মূল লক্ষ্য হলো একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। অতএব লোক দেখানো কিংবা অন্য কোনো পার্থিব স্বার্থ চরিতার্থকরণের উদ্দেশ্যে যতই মহা-উত্তম কাজ মানুষ করুক না কেন, তা কখনো ‘ইবাদতে পরিগণিত হবে না। কারণ কোনো ভালো কাজ ‘ইবাদতের মধ্যে গণ্য হওয়ার জন্য পরিশুদ্ধ নিয়তের প্রয়োজন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رضي) عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

সকল ‘আমল নিয়ত অনুযায়ী গৃহীত হয়। অতএব কষ্ট করে সবর করে আমরা যে ‘ইবাদত করার চেষ্টা করি তার নিয়ত যেন পরিশুদ্ধ হয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর নির্দেশিত পন্থায় তা যেন হয় নচেৎ সমস্ত ‘আমল নষ্ট হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় শাখা : মহান আল্লাহর নাফরমানি বা অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা, পাপ কাজের ক্ষেত্রে সবরের প্রয়োজন অত্যধিক। সচরাচর মানুষকে যে জিনিস থেকে নিষেধ করা হয়, মানুষ ঐ জিনিসের প্রতি বেশি আগ্রহী হয়। এটি মানুষের মজ্জাগত দোষ। অন্যদিকে যত নিষিদ্ধ জিনিস আছে শয়তান ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা এগুলোকে মানুষের নিকট আরো বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে। মানুষ নিষিদ্ধ কাজ করে বেশি আনন্দ পায়। পৃথিবীতে মানুষকে পদে পদে পাপের প্রতি প্রলুব্ধ করা হয়। প্রচুর টাকা-পয়সা, বাড়ি-গাড়ির লোভে পড়ে মানুষ পাপ কাজে জড়িয়ে পড়ে। নাফসকে প্রতিটা মুহূর্তে টেনে ধরতে হয়। সংগ্রাম করতে হয় সারাক্ষণ। এ কারণেই যাবতীয় হারাম ও নিষিদ্ধ চিত্তবিনোদন, সুদ, ঘুষ প্রভৃতি থেকে নিজেকে বাঁচাতে প্রচুর সংযম ও সবরের প্রয়োজন।

বর্তমান সময়ে এ প্রকারের সবর যে কত বেশি প্রয়োজন তা সহজেই অনুমান করা যায়। রাস্তা-ঘাট, হাঁট-বাজার, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও টিভির পর্দা রিপু ও কামনা উদ্দীপক বিচিত্র উপাদানে পরিপূর্ণ। মানুষ সামাজিক মু‘আমালাতে কত যে শরিয়াহ বিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়ে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। তাই এ ফিতনাময় সমাজে ঈমান রক্ষার তাগিদে মু’মিনের প্রথম কর্তব্য হলো তাক্বওয়া ও সবরের এ শাখাকে অনুশীলন করা।

তৃতীয় শাখা : মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিপদ-আপদ ও ঈমানী পরীক্ষায় ধৈর্যধারণ করা। পৃথিবীতে মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে হাজারো বিপদ-আপদ, বালা-মসিবতের সম্মুখীন হতে হয়। পদে—পদে তাকে দুঃখ-কষ্ট, ভয়-ডর, রোগ-শোক, ক্ষুধা-দারিদ্র্য প্রভৃতির মুকাবিলা করতে হয়। আল্লাহ তা'আলার দেয়া এ সকল বিপদ-আপদে সবর করতে হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বান্দার জন্য পরীক্ষা। বান্দাগণ যখন এ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তখন আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে পুরস্কৃত করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ

"আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতির দ্বারা অবশ্যই পরীক্ষা করবো। আর তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের।" (সূরা বাকারাহ-১৫৫)

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পৃথিবীর সেরা সৃষ্টিজীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। কোনো কোনো মানুষকে তিনি ঐশ্বর্য, উচ্চ পদমর্যাদা, নেতৃত্ব, সুন্দর স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অন্যদিকে কেউ কেউ অক্লান্ত পরিশ্রম করেও তেমন কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারেন না; বরং তারা অল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত, অভাব-অনটন, অসুখ-বিসুখ দিয়ে পরীক্ষা করেছেন বিভিন্ন সময়ে। এর দ্বারা তিনি যাচাই-বাছাই করে নেন কে তাকে বেশি ভালোবাসেন। আর কে তার নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যারা এ কঠিন অবস্থায় তার নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে। এ ধরণের ধৈর্যহারা ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোনো কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারে। ফলে তাদের কাজে জটিলতা বৃদ্ধি পায়, পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত হয়। এ কারণে যে কোনো কাজে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য পেতে হলে ধৈর্য অবলম্বনের মাধ্যমে তাঁর নিকট সাহায্য চাইতে হবে।

সুহায়ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মু'মিনের কার্যকলাপ আশ্চর্যজনক। প্রতিটি কাজই তার জন্য কল্যাণকর। মু'মিন ছাড়া অন্য কারো জন্য এই সৌভাগ্য হয় না। সুখকর কিছু প্রাপ্ত হলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে যা তার জন্য কল্যাণকর। আর কোনো দুঃখ-কষ্টে পতিত হলে ধৈর্যধারণ করে, তাও তার জন্য কল্যাণকর।

সবর ঈমানের অংশ

আল্লাহর তাকদীরের উপর ধৈর্যধারণ করা ঈমানের অংশ।ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রঃ) বলেনঃ আল্লাহ তাআলা স্বীয় কিতাবে নব্বই বার সবরের কথা উল্লেখ করেছেন। সহীহ হাদীছে রয়েছে, সবর হচ্ছে জ্যোতি স্বরূপ। ইমাম আহমাদ ও ইমাম মুসলিম (রঃ) এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ সবরের মাধ্যমেই আমরা সর্বোত্তম জীবন পেয়েছি। ইমাম বুখারী এই হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

আলী বিন আবু তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ দেহের মধ্যে মাথার স্থান যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঈমানের মধ্যে সবরের স্থান ঠিক সে রকমই। অতঃপর তিনি আওয়াজ উঁচু করে বললেনঃ যার সবর নেই, তার ঈমানও নেই।

উমার রদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ

“সবরের মাধ্যমেই আমরা সর্বোত্তম জীবন লাভ করেছি”।

আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, দেহের মধ্যে মাথার মর্যাদা যেমন, ঈমানের মধ্যে সবরের মর্যাদা ঠিক সেরকমই। অতঃপর তিনি আওয়াজ উঁচু করে বললেন, জেনে রাখো! যার সবর নেই, তার ঈমান নেই”। ইমাম বুখারী ও মুসলিম মারফু সূত্রে বর্ণনা করেছেন, সবরের চেয়ে উত্তম অনুদান কাউকে প্রদান করা হয়নি।

পার্থিব জগতে মুমিন বান্দা যেসব মুছীবতের সম্মুখীন হয়, তাতে সে সবরের মুখাপেক্ষী। এ ক্ষেত্রে তাকে জানতে হবে যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ হতেই। অতঃপর সে সন্তুষ্ট থাকবে ও তাক্বদীরকে মেনে নিবে। বিরক্তি ও অসন্তোষ প্রকাশ করা থেকে নিজের নফ্সকে বিরত রাখবে। বিশেষ করে যখন জবান ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে তা প্রকাশিত হওয়ার উপক্রম হবে, তখন জবান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

এটি আকীদার অন্যতম মূল বিষয়। তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস করা ঈমানের ছয় রুকনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন। আপদে-বিপদে ধৈর্যধারণ করা এর সুফল। মুছীবতে পড়ে বান্দার ধৈর্যধারণ করতে না পারা ঈমানের এ রুকনের প্রতি তার ঈমান না থাকার প্রমাণ কিংবা এর প্রতি তার ঈমানী দুর্বলতার পরিচয়। পরিণামে সে আপদে-বিপদে অধৈর্যতা, অস্থিরতা ও বিরক্তি প্রকাশ করবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, এটি এমন কুফুরী, যা ইসলামী আকীদাকে নষ্ট করে ফেলে।

ধৈর্য্য ইসলামের সৌন্দর্য

ইসলামের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মধ্যে বিশেষ একটি বিষয় হলো সবর বা ধৈর্য্য।ইসলাম একটা সুশৃঙ্খল, পরিপাটি, সাজানো-গোছানো জীবন পদ্ধতি। ইসলাম হলো পূর্ণাঙ্গ, স্বাধীন এক জীবনব্যবস্থা যা ব্যক্তির জীবনের সার্বিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে। ইসলামের সৌন্দর্যের কথা বললে বলে শেষ করা যাবে না। ইসলামের মৌলিক পাঁচটি স্তম্ভ রয়েছে, যার ওপর ভিত্তি করে ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলো হলো ইমান, নামাজ, যাকাত, রোজা, হজ্ব। এ পাঁচটি স্তম্ভের দিকে তাকালেই আমরা ইসলামের সৌন্দর্যতা খুঁজে পাব। আর এই ঈমান,নামাজ,যাকাত,রোজা,হজ্ব এ সবকিছু পালনকালে আমরা যে বিষয়টির সম্মুখীন হই সেটা হলো সবর।যার সবর যত বেশি সে এই পাঁচটি বিষয়ই যথাযথভাবে পালনে সক্ষম হয়।

প্রথমে যদি নামাজের কথায় আসি-আল্লাহতায়ালা মুমিনদের জন্য প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ করেছেন। পাড়া-মহল্লার সবাই এ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে একে অন্যকে দেখার, খোঁজ-খবর নেওয়ার সুযোগ হয়।যদি কেউ তাড়াহুড়ো করে তার নামাজ শেষ করে তখন এটির সৌন্দর্য বিলীন হয়ে যায়।এক্ষেত্রে ধীরেধীরে সবরের সাথে সব কাজকর্ম পিছনে ফেলে শুধুমাত্র এক আল্লাহর জন্য নামাজ সম্পন্ন করতে হয়।নামায যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি যাকাতও গুরুত্বপূর্ণ কেউ যদি ভাবে,যাকাত আদায় করলে তার সম্পদ কমে যাবে,তাহলে সে যাকাত না দেয়ার জন্য আখিরাতে কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবে।আল্লাহ তা’আলা যাকাতের মাধ্যমে সম্পদকে পবিত্র করেন, সম্পদ আরও বাড়িয়ে দেন,আখিরাতের পুরস্কার ত আছেই।এই বিশ্বাসের সাথে সবর করতে হবে।এই যে আখিরাতের পুরস্কারের আশায় আমরা সবর করলাম এটিই ইসলামের সৌন্দর্য।

রোজার ক্ষেত্রেও আমরা সারাদিন পানাহার,খানাপিনা থেকে বিরত থাকি।আল্লাহতায়ালা এখানে দেখিয়েছেন যে, যারা অনাহার অর্ধাহারে কতটা কষ্টে দিন কাটায় তা ধনীরা বুঝবে না। তাই তিনি রোজার মাধ্যমে গরিবের দুঃখ, কষ্টটা তুলে ধরেছেন। পুরো একমাস ধনীরা অনাহারে রোজা রেখে ক্ষুধার্তের অবস্থা বুঝতে পারে। আল্লাহ কত সুন্দর করেই না রোজার ফজিলত তুলে ধরেছেন তার বান্দার কাছে।আমরা রোজার মাধ্যমে সবরের যে পরীক্ষা দেই, এটির বিনিময় ত শুধুমাত্র আমরা আখিরাতেই প্রাপ্য।হজ্বের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই নির্দিষ্ট কিছুদিন আমাদের বিশেষ কিছু কাজ থেকে বিরত থাকতে হয়।

ইসলাম মানুষকে সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করে। ইসলামি আদর্শে জীবন পরিচালনা করলে ইহকালে যেমন শান্তিতে বসবাস করতে পারে তেমনি পরকালের কল্যাণের পথও সুগম হয়।

ইসলামি স্কলাররা বলেন, ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য পেতে হলে পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করতে হবে। ইসলামের কিছু মানলাম আর কিছু মানলাম না, নিজের মন মতো ইসলাম মানলে, নিজের ইচ্ছে মতো চললে, ইসলামের সৌন্দর্য, স্বাদ উপভোগ করা যায় না।

আল কোরআনের দৃষ্টিতে সবরের তাৎপর্য,গুরুত্ব ও ফযিলত

আল্লাহ তাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টির লক্ষ্য তিনি কুরআন মাজীদে নানা শব্দ-বাক্যে ব্যক্ত করেছেন। কুরআন মাজীদের এক জায়গায় বলেছেন-

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।(সূরা মূলক-২)

আল্লাহ তাআলা মানুষের এ পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সৃষ্টি করেছেন পৃথিবী। মানুষ পৃথিবীতে এসে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নানা রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে। মানুষের প্রবৃত্তি তার জন্য এক পরীক্ষার বস্তু। এই প্রবৃত্তি থেকে বেরিয়ে নিজেকে সঠিক পথের দিশারী বানানো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল এক পরীক্ষা। অনুরূপ মানুষ ও জিনদের মধ্যে যারা সদা অন্যায়ের পথে ডাকছে তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দেওয়া মুমিনের জন্য এক অগ্নিপরীক্ষা।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে কুরআন মাজীদের নানা জায়গায় ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি তাঁর প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে বলেন-

فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۚ بَلَاغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ

অতএব, আপনি সবর করুন, যেমন উচ্চ সাহসী পয়গম্বরগণ সবর করেছেন এবং ওদের বিষয়ে তড়িঘড়ি করবেন না। ওদেরকে যে বিষয়ে ওয়াদা দেয়া হত, তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটা সুস্পষ্ট অবগতি। এখন তারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, যারা পাপাচারী সম্প্রদায়।(সূরা আহক্বাফ-৩৫)

মহান আল্লাহ আরও বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদানগণ! ধৈর্য্য ধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার।(সূরা আল ইমরান-২০০)

উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামে সবর ও ধৈর্যের বিষয়টি কত তাৎপর্যপূর্ণ ও কত অর্থবহ। ইহকালের শান্তি ও রহমত থেকে শুরু করে পরকালের শান্তি ও সুখের নিশ্চয়তা দান করে এই সবর ও ধৈর্য।কুরআন মাজীদে সবর শব্দটি বিভিন্নরূপে প্রায় নব্বই জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনটা ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহ. (মৃত্যু : ২৪১ হি.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তার মধ্যে বাষট্টি জায়গায় সবরের আদেশসূচক ব্যবহার এসেছে। [দ্র. উদ্দাতুস্ সাবিরীন, ইবনুল কায়্যিম রাহ., পৃ. ৭১, যদিও ইবনে আশুর রাহ. (মৃত্যু : ১৩৯৩ হি.) তাঁর বিখ্যাত কিতাব ‘আততাহরীর ওয়াততানবীর’ কিতাবে বলেছেন, কুরআন মাজীদে সবর শব্দটি সত্তর বারেরও বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।আততাহরীর ওয়াততানবীর ১/৪৭৮]।

ধৈর্য্যধারণকারীদের প্রতি আল্লাহর সাহায্যর ঘোষণা

বিপদাপদে ধৈর্য ধারণকারীদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য করার ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি ইরশাদ করেন-

يَآَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ اِنَّ اللهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

হে মুমিনগণ! সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে আছেন।সূরা বাকারা (২) : ১৫৩।

ধৈর্য্য ধারণকারীদের বিপদ থেকে উদ্ধারের ঘোষণা

যারা ধৈর্য ধারণ করে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। জটিল থেকে জটিল অবস্থায় সহজ পথ দেখান। এবং জীবনের নানা ধাপে তাদেরকে সফলতা দান করেন। তিনি ইরশাদ করেন-

الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلهِ وَ اِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ، اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ.

যারা তাদের কোনো মুসিবত দেখা দিলে বলে ওঠে, আমরা সকলে আল্লাহরই জন্য এবং আমাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। এরাই তারা, যাদের প্রতি তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে বিশেষ করুণা ও দয়া রয়েছে এবং এরাই আছে হেদায়েতের ওপর। সূরা বাকারাহ (২) : ১৫৬-১৫৭।

ধৈর্য্য ধারণকারীদেরকে পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা

ধৈর্যশীলতা অর্জন করা যত কঠিন, এর পুরস্কারও তত বড়। মানুষের জীবনে প্রতিকূল পরিস্থিতি আসাটা স্বাভাবিক। যারা তখন আল্লাহর ওপর আস্থা রেখে ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ তাদের অগণিত পুরস্কারে পুরস্কৃত করার ঘোষণা দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ধৈর্য ধারণকারীদেরকে বিভিন্ন প্রতিদানের কথা শুনিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন-

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللهِ بَاقٍ وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ.

তোমাদের কাছে যা কিছু আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী। যারা সবর করে আমি তাদের উৎকৃষ্ট কাজ অনুযায়ী অবশ্যই তাদেরকে প্রতিদান দেব।সূরা নাহল (১৬) : ৯৬

তিনি আরো বলেন-

وَ الَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّ عَلَانِيَةً وَّ يَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اُولٰٓىِٕكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآىِٕهِمْ وَ اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ وَ الْمَلٰٓىِٕكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ، سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ.

এবং তারা সেইসকল লোক, যারা নিজ প্রতিপালকের সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে সবর অবলম্বন করেছে, নামায কায়েম করেছে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং তারা দুর্ব্যবহারকে প্রতিরোধ করে সদ্ব্যবহার দ্বারা। প্রকৃত নিবাসে উৎকৃষ্ট পরিণাম তাদেরই জন্য। (অর্থাৎ) স্থায়ীভাবে অবস্থানের সেই উদ্যানসমূহ, যার ভেতর তারা নিজেরাও প্রবেশ করবে এবং তাদের বাপ-দাদাগণ, স্ত্রীগণ ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেককার হবে তারাও। আর (তাদের অভ্যর্থনার জন্য) ফেরেশতাগণ তাদের নিকট প্রত্যেক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। (আর বলতে থাকবে) তোমরা (দুনিয়ায়) যে সবর অবলম্বন করেছিলে তার বদৌলতে এখন তোমাদের প্রতি কেবল শান্তিই বর্ষিত হবে এবং (তোমাদের) প্রকৃত নিবাসে এটা কতইনা উৎকৃষ্ট পরিণাম।সূরা রা'দ (১৩) : ২২-২৫

সবর হাসিলের উপায়

ধৈর্যশীলতা একটি কল্যাণকর গুণ। এটি অর্জন করতে প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন।সঙ্গে প্রয়োজন দৃঢ় ঈমান। কারণ কোনো মানুষের মধ্যে দৃঢ়তা না থাকলে, প্রবল ইচ্ছাশক্তি না থাকলে সে ধৈর্যশীল হতে পারবে না। রাসুল (সা.) একবার আনসারদের কিছু লোককে বলেন, 'আর যে ব্যক্তি ধৈর্য ধরে তিনি (আল্লাহ) তাকে ধৈর্যশীলই রাখেন। আর যে অমুখাপেক্ষী হতে চায়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। ধৈর্যের চেয়ে বেশি প্রশস্ত ও কল্যাণকর কিছু কখনো তোমাদের দান করা হবে না। (বুখারি, হাদিস : ৬৪৭০)

আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন : বিপদাপদে আক্রান্ত ব্যক্তি মনে মনে এ কথা ভাবা এবং বিশ্বাস করা, আমার প্রভু আমার সৃষ্টিকর্তা প্রতিমুহূর্তে আমাকে দেখছেন। আমি ন্যায়ের পথে থাকলে তিনি আমার জন্য ভালোটাই করবেন। এভাবে যখন কোনো ব্যক্তি ভাববে তার কষ্ট কিছু হলেও কমতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আর আপনি ধৈর্যধারণ করুন আপনার রবের সিদ্ধান্তের ওপর, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের চক্ষুর সামনেই আছেন। আপনি আপনার রবের প্রশংসা পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন, যখন আপনি দণ্ডায়মান হন।' (সুরা তুর, আয়াত : ৫২)

সবর মুমিনের অন্যতম গুণ

ধৈর্য হচ্ছে মানুষের এমন একটা গুন,যার কারণে সে অসুন্দর ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে। আখলাকে হাসানার মধ্যে সবর বা ধৈর্য অন্যতম। এটি উত্তম চরিত্রের মহৎ গুণ। ধৈর্যশীল ব্যক্তি ছাড়া পৃথিবী ও পরকালে কেউ সফল হতে পারেন না। পৃথিবীতে চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে ও মু'আমালাতে ধৈর্যের কোনো বিকল্প নেই। ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ভালোবাসেন।এটি মানুষের একটি অন্তর্গত শক্তি, যা দিয়ে সে নিজেকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখতে পারে।মুমিন এ কথা বিশ্বাস করবে, আল্লাহ তাআলা আমাকে বিভিন্ন জিনিসের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে বানিয়েছে। তিনি আমাদের কাছে এগুলো আমানত রেখেছেন। যদি তিনি তাঁর জিনিস নিয়ে যান, এতে আমার আপত্তির কী আছে! উপরন্তু আমি এর ওপর ধৈর্য ধারণ করি তাহলে আমাকে এর বিনিময় দান করবেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক।' (শুআবুল ঈমান, হাদিস : ৩১৮০)। ধৈর্য ধারণ এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ যে, এটা ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভ সম্ভব হয় না। ধৈর্যশীলরা খারাপ কাজের জবাব দিতে পারে ভালো ভাবে এবং সত পন্থায়। সূরা ফুসসিলাতের ৩৫ নম্বর আয়াতে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ধৈর্যশীল ছাড়া এ গুণ আর কারো ভাগ্যে জোটে না এবং অতি ভাগ্যবান ছাড়া এ মর্যাদা আর কেউ লাভ করতে পারে না।'

সবর অবলম্বনের উপকারিতা

পবিত্র কোরআনে কারিম হাদিসের পরিভাষায় সবরের ৩টি শাখা রয়েছে—

এক. নফসকে হারাম এবং নাজায়েজ বিষয়াদী থেকে বিরত থাকা,
দুই. ইবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং
তিন. যেকোনো বিপদ ও সংকটে ধৈর্যধারণ করা। অর্থাৎ সে সব বিপদাপদ এসে উপস্থিত হয় সেগুলোকে আল্লাহর বিধান বলে মেনে নেয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর তরফ থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা করা। অবশ্য কষ্টে পড়ে যদি মুখ থেকে কোনো কাতর শব্দ উচ্চারিত হয়ে যায়, কিংবা অন্যের কাছে তা প্রকাশ করা হয়, তবে তা সবরের পরিপন্থী নয়। -ইবনে কাসির

সবরের উপরোক্ত ৩টি শাখাই প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। কোরআন-হাদিসের পরিভাষায় ধৈর্যধারণকারী বা 'সাবের' সে সমস্ত লোককেই বলা হয়, যারা উপরোক্ত তিন প্রকারেরই সবরের অবলম্বন করে।
বাংলা ভাষায় প্রচলিত একটি বাক্য হচ্ছে, 'সবুরে মেওয়া ফলে।' ইতিহাসের সফল ব্যক্তিদের জীবন পর্যালোচনা করলেও এটা স্পষ্ট হয় যে, তাদের বিজয়ের পেছনে ধৈর্য শক্তি সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। যাদের ধৈর্যশক্তি নেই, তারা সামান্য বিপদেও ভেঙে পড়েন। কিন্তু ধৈর্যশীলরা একবার না পারিলে দেখো শতবার'-এই নীতিতে বিশ্বাস করেন।

আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের হুকুম পালনার্থে সবর করা

মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনই ইসলামের মূল লক্ষ্য। এ মহান লক্ষ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আদি যুগ থেকে নবী-রাসুল পাঠিয়েছেন। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (স.)-কে পাঠিয়েছেন মানবতার উৎকর্ষের পূর্ণতা দিতে।'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'- এ বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে তার আনুগত্য করা। জীবনের সকল বিষয়ে, সকল ক্ষেত্রে মহানবীর শিক্ষা, বিধান ও নির্দেশ দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেওয়া। সকল মানুষের কথা ও সকল মতের উর্দ্ধে রাসূলুল্লাহ (-(ﷺএর কথাকে স্থান দেওয়া।তাঁর আনুগত্যই ঈমানের আলামত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,
وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفِيقًا
''আর যদি কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রসূলের হুকুম মান্য করে, তবে যাদের প্রতি আল্লাহ নিয়ামত দান করেছেন সে তাদের সঙ্গী হবে। তারা নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর সাথী হিসেবে তারাই উত্তম।''সূরা (৪) নিসা: ৬৯ আয়াত। এভাবে কুরআন কারীমে বারংবার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (আনুগত্যকে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং মুমিনের জাগতিক সফলতা ও পারলৌকিক মুক্তির শর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহর আনুগত্য মূলত তাঁর রাসূলের ﷺআনুগত্যের মাধ্যমেই সম্ভব। কারণ আল্লাহর আনুগত্য করতে হলে তার আদেশ নিষেধ জানতে হবে। আর আল্লাহর আদেশ নিষেধ একমাত্র রাসূলুল্লাহ সা -এর প্রাপ্ত ওহীর মাধ্যম ছাড়া কোনোভাবেই জানা সম্ভব নয়। এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, রাসূল সা এর আনুগত্যই আল্লাহর আনুগত্য।

আমরা যদি রাসূলের জীবনের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাব,আল্লাহর রাসূল তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে কতশত সবরের পরীক্ষা দিয়েছেন।রাসূল (সা) কোনো অবস্থাতেই হতাশ হয়ে যান নি,প্রতিটি অবস্থায় তিনি আল্লাহর উপর পুরোপুরি সবর রেখেছেন।তিনি আমাদের প্রত্যেকটি মুমিনের জন্য আদর্শ।তিনি আমাদেরকে সর্বাবস্থায় সবরের নির্দেশ দিয়েছেন।এজন্য প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলের হুকুম পালনার্থে সবর করতে হবে।

ধৈর্য্য সফলতার চাবিকাঠি

ধৈর্য মুমিনের ভূষণ। উত্তম চরিত্রের বিশেষ গুণ। সফলতার চাবিকাঠি। যাঁদের আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা আছে, তাঁরা কোনো পরিস্থিতিতে বিচলিত হন না।বরং আল্লাহর ওপর ভরসা করে পরিস্থিতি বুঝে তা মোকাবেলা করেন।

মুমিনের ধৈর্যের প্রয়োজন জীবনের সব ক্ষেত্রে, বিপদ-আপদে, মুসিবত, কষ্ট ও জটিলতায়। মুমিন ব্যক্তি বিশ্বাস করে, যত সংকটই আসুক না কেন, সব আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। ফলে সে বিপদে পড়েও ক্ষোভ, হতাশা ও অস্থিরতা প্রকাশ করে না। নিজের ভাষা ও আচরণ সংযত রাখে। কারণ সে আল্লাহর প্রতি গভীরভাবে বিশ্বাসী। সে তাকদিরে বিশ্বাস করে। তাকদিরে বিশ্বাস করা ঈমানের ছয়টি স্তম্ভের একটি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো বিপদ আসে না। আর যে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তিনি তার অন্তরকে সঠিক পথের সন্ধান দেন।' (সুরা : তাগাবুন, আয়াত : ১১)।

মানুষের উপর আপতিত বিপদকে ধৈর্য ধারণের মাধ্যমে মোকাবেলা করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে ঐ কাজে সফলতা দান করবেন। পক্ষান্তরে ধৈর্যহারা হয়ে পড়লে ঐ কাজে সফল হওয়া যায়না। এ জন্য বিপদ-আপদে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়ার জন্য বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করতে চাই, আল্লাহ তায়ালা তাকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করেন। যেমন হাদিসে পাকে এরশাদ হয়েছে, হযরত আবু সাঈদ কুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করতে চায়, আল্লাহ তায়ালা তাকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত আর কোন কিছুই কাউকে দেওয়া হয়নি। (বুখারি : ৫৮১৯)।

সবর পরীক্ষা সরূপ

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে পরীক্ষা করেন সবর তথা ধৈর্যের মাধ্যমে। যারা ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, আল্লাহর দরবারে পরীক্ষা দেন তারাই কৃতকার্য হন। আল্লাহ তাআলা তাদের আমরত্ব ঘোষণা করেছেন কুরআনুল কারিমে। আল্লাহর দরবারের পরীক্ষার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে সবর।প্রতিটি মুমিনের জীবনই দুই অবস্থাকে ঘিরে আবর্তিত। কখনো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে দুঃখ, দুর্দশা দিয়ে পরীক্ষা করেন কখনওবা প্রশান্তিময় নিয়ামত ও সুখের অনুগ্রহ দিয়ে। সুখ ও দুঃখ এই দু'টো অবস্থাই আল্লাহর নিয়ামত, আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পরীক্ষা।
যেমন আল্লাহ বলেন, 'আমি তোমাদের মন্দ ও ভালো দ্বারা পরীক্ষা করে থাকি এবং আমারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।' (সূরা আম্বিয়া : ৩৭)

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই তাই অনেক মূল্যবান, আল্লাহর কাছে নিজেকে সৎ ও কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে প্রমাণের এক অমূল্য সুযোগ। সুখ-দুঃখের আবর্তনে, আনন্দ-বেদনায় উভয় পরিস্থিতিতে রবের নৈকট্য ও সন্তোষ অর্জনে এবং দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ আহরণ করত হবে।

কারন মানুষ তার সহজাত প্রবণতায় আনন্দের সময় আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ হয়ে যায় অহংকারে লিপ্ত হয়, দুঃখের সময় হতাশ হয়ে পড়ে। আমাদের রব্ব তাঁর বান্দাকে সবচেয়ে ভালো জানেন।
যেমন আল্লাহ্ বলেছেন, 'আর অবশ্যই যদি আমি মানুষকে আমার রহমতের আস্বাদ গ্রহণ করতে দিই, অতঃপর তা তার থেকে ছিনিয়ে নেই, তাহলে সে হতাশ ও কৃতঘ্ন হয়। আর যদি তার ওপর আপতিত দুঃখ-কষ্টের পর তাকে সুখ ভোগ করতে দিই, তবে সে বলতে থাকে, আমার অমঙ্গল দূর হয়ে গেছে। আর সে আনন্দে আত্মহারা হয়, অহংকারে উদ্ধত হয়ে পড়ে।' (সূরা হুদ : ৯-১০)
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছে, যদি কোনো লোকের সন্তানের মৃত্যু হয় তখন আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাদের জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি আমার বান্দার শিশুর রুহ কবজ করেছ? ফিরিশতাগণ আরজ করেন, জী হ্যাঁ, অতপর আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি আমার বান্দার শান্তি ছিনিয়ে এনেছ? তারা উত্তরে বলেন,

হ্যাঁ। তখন আল্লাহ জানতে চান, এ সময় আমার বান্দা কি বলেছে, ফিরিশতাগণ বলেন সে 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্নাইলাইহি রাজিউন।' পড়েছে। এবং আপনার হামদ ও প্রশংসা করেছে। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি গৃহ তৈরি কর আর এর নাম বাইতুল হামদ রাখ। (তিরমিজি, তাফসিরে রুহুল মাআনী)

যারা বিপদে সবর করে এবং সুখের দিনে শুকরিয়া আদায় করে আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট হয় উভয় অবস্থাতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাও তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। আমাদের উচিত বিপদ ও সুখ দুই অবস্থাতেই আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করা সবর ও শোকরিয়ার মাধ্যমে। এই দুই অবস্থাতেই মুমিনের কল্যাণ রয়েছে।

বিপদের সময় সবর অবলম্বন করা

বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করা মুমিনদের অন্যতম নিদর্শন। এটা আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামদের সুন্নাতও বটে। আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালামগণ তাদের ওপর আপতিত বিভিন্ন দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ এবং নানা প্রতিকূলতায় এবং পরীক্ষায় ধৈর্যের মাধ্যমে ঐ বিপদ-আপদ মোকাবেলা করতেন। আর আল্লাহর উপর ভরসা করে প্রবল ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত পরীক্ষায় সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হতেন। বিপদ-আপদে ধৈর্য ও সাহায্য চাওয়ার জন্য আল্লাহ কুরআন পাকে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে (আল্লাহর নিকট) সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। (সূরা বাকারা : ১৫৩)।

যারা বিপদ-আপদে আল্লাহ তায়ালার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার মাধ্যমে নিজেদের উপর আপতিত বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহকে ডাকে ও তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অপরিমিত প্রতিদান প্রদান করে থাকেন। যেমনিভাবে তিনি ঘোষণা করেছেন, ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত বিনিময় পুরোপুরিভাবেই দেওয়া হবে। (সূরা আলে ইমরান : ১৪৬)।

পাপাচার পরিহার করার সময় কিভাবে সবর করব?

মানুষ প্রতিনিয়তই কিছু না কিছু গুনাহ করে থাকে।আর এই গুনাহের কারণ নিজের নফসকে প্রশ্রয় দেয়া,নিজের নফসের বিরুদ্ধে সবাই লড়াই করতে সক্ষম হয় না।

।

এজন্যই মানুষ সুদ,ঘুষ,ঝগড়াবিবাদ,মারামারি,হত্যা,রাহাজানি,ব্যাভিচারের মত জঘন্যরকম পাপাচারে লিপ্ত হয়।আমরা দুনিয়াবি স্বার্থের কারণেও বিভিন্ন গুনাহের কাজে জড়িয়ে পরি।আল্লাহ আমাকে সর্বাবস্থায় দেখছেন,আমার প্রতিটি কাজের হিসাব (সেটি ভালো কিংবা মন্দ হোক) হাশরের ময়দানে নেয়া হবে,এ কথাটি যদি সবসময় আমাদের অন্তরে ধারণ করে রাখতে পারি,তাহলে আমরা এসব পাপাচার থেকে বিরত থাকতে পারব ইনশাআল্লাহ।আর আমরা যদি দুনিয়াবি স্বার্থের কথা না ভেবে স্থায়ী স্বার্থের কথা ভাবি অর্থাৎ আখিরাতের লাভের আশায় যদি ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার ব্যাপারে ধৈর্য্যধারণ করতে পারি,আল্লাহর ওপর পুরোপুরি আস্থা রেখে সকল ধরনের পাপকাজ থেকে

নিজেদের দূরে রাখতে পারি আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে অবশ্যই আমাদের উত্তম পুরস্কার দিবেন ইনশাআল্লাহ।আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারিমের বহু জায়গায় সবরকারীদের পুরস্কার,তাদের সম্মানের কথা তুলে ধরেছেন।তাই আমরা সর্বাবস্থায় আল্লাহর ফয়সালার ওপর সবর করব।

পারিবারিক জীবনে ধৈর্য্যের সুফল

একটি পরিবার মানে ছোটখাটো একটি সমাজ বা রাষ্ট্র। কয়েকজন মানুষের একান্ত জীবন একসঙ্গে অতিবাহিত হয় বছরের পর বছর। তাই এখানেও পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখতে প্রয়োজন ছাড় দেওয়ার মানসিকতা, যা ধৈর্যচর্চার মাধ্যমে অর্জিত হয়। দাম্পত্য জীবন নিয়ে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, যেখানে ভালোবাসার সম্পর্ক নড়বড়ে হয় সেখানে ভুল বেশি খোঁজা হয়। ছোট ছোট বিষয়ে বিশাল মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়ে যায়। এজন্য শরিয়ত নির্দেশ দিয়েছে, সবর ও ধৈর্যের। এর ফল মানুষ দুনিয়ায়ও ভোগ করবে, পরকালেও লাভ করবে। সবার কর্তব্য, সাহস ও সহিষ্ণুতা দিয়ে পরিবারকে নিয়ন্ত্রণ করা। এটা কত দোষের কথা, স্বামী তার স্ত্রী সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে জড়ায়, যে স্ত্রী তার জন্য নিজের জীবনকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত! আর স্ত্রীই বা কীভাবে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে অথচ স্বামীর কারণে তার বিশেষ মর্যাদা অর্জিত হয়। পরস্পরকে সহিষ্ণুতা দিয়ে বরণ করতে পারা থেকেই এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

ভুল বা দোষ সব মানুষেরই থাকে। তাই প্রথমে ভুল বা দোষ চিহ্নিত করে ধৈর্যের সঙ্গে অন্যকে বোঝানো যায়। কিন্তু স্বামী যদি ওঁৎ পেতে থাকে স্ত্রীর ভুলভ্রান্তি কীভাবে ধরা যায় আর স্ত্রী লেগে থাকে, স্বামীকে কীভাবে ঘায়েল করা যায়, তা হলে খুশি হয় শয়তান। কারণ হাদিসে এসেছে, শয়তান খুশি হয় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করতে পারলে। অনেক সময় এই ঝগড়া তৃতীয় কোনো কারণে হয়ে থাকে। অনেক সময় হয়তো স্বামী-স্ত্রী নিজেদের কারণে ঝগড়ায় জড়ায় না, তৃতীয় কারও উসকানিতে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে। এটাও ঘটে ধীরে-সুস্থে ঠান্ডা মাথায় ধৈর্যের সঙ্গে সমস্যর মূল চিহ্নিত করতে না পারায়। পরিবারে স্ত্রীর কর্তব্য, স্বামীর পরিবারের সবাইকে খুশি রাখা আর স্বামীর কর্তব্য স্ত্রীর বাড়ির সবাইকে খুশি রাখা। যেখানে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই এমন ত্যাগের মানসিকতা রাখে, সেখানে সচরাচর বিবাদ বা অসন্তোষ দেখা দেয় না। কখনও একজন রাগ হলে অন্যজনের উচিত হলো ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে তা সামাল দেওয়া, একই সঙ্গে দুজন রাগ করলে পরিস্থিতি বেসামাল হয়ে পড়ে।

যে পরিবারে ধৈর্যের চর্চা থাকবে, সে পরিবারে শান্তি ও সুখের দেখা মিলবে। কারণ ধৈর্যধারণকারীদের সঙ্গে আল্লাহ থাকেন। পবিত্র কোরাআনে এসেছে, 'হে মুমিনগণ, তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন।' (সুরা বাকারা : ১৫৩)।একটি সুখময় দাম্পত্য জীবন গড়ে তুলতে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই স্বপ্রণোদিত ভূমিকা জরুরি।

প্রিয়জনের মৃত্যুতে ধৈর্য্যধারণ

বিভিন্নভাবে মানুষের জীবনে দুঃখ-বেদনা আসে, তবে প্রিয়জনকে হারানোর দুঃখ-বেদনা কঠিন বাস্তবতা। আপনজনের মৃত্যুতে সীমাহীন কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। মহান আল্লাহ এই কষ্টের বিনিময় দান করবেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে সেই প্রতিদান প্রাপ্তির আশায় ধৈর্য ধারণ করতে হবে। 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' (নিশ্চয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং আমরা তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব) বলে আল্লাহর দিকে ধাবিত হতে হবে। ভাগ্যের প্রতি বিশ্বাস রেখে মনকে শক্ত করার চেষ্টা করতে হবে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি যার কোনো প্রিয়জনকে উঠিয়ে নিই আর সে ধৈর্য ধারণ করে এবং নেকির আশা রাখে আমি তাকে জান্নাত দিয়েই সন্তুষ্ট হব। ' (তিরমিজি, হাদিস : ২৪০১)

তার পরও নীরব কান্নায় চোখ অশ্রুসজল হবে,মনের বেদনায় চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে থাকবে। তাতে সমস্যা নেই। কিন্তু চিৎকার করে, ইনিয়ে-বিনিয়ে, বুক চাপড়ে কাঁদা, মাতম করা এবং জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফেলা ইসলামের পদ্ধতি নয়। এগুলো জাহিলি যুগের কর্মকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি। আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন, যে শোকে গালে চপেটাঘাত করে, জামার অংশবিশেষ ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহিলি যুগের মতো চিৎকার করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (বুখারি, হাদিস : ১২৩৫; মুসলিম, হাদিস : ২৯৬)

আমাদের রাসূল (সা) এবং সাহাবীদের জীবন আমাদের জীবনের চেয়েও অনেক বেশি কঠিন ছিলো।তাঁদের আপনজন দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় তারা কিভাবে সবর করেছেন!!সেখান থেকেই আমরা শিক্ষা নিতে পারি।

● হজরত আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আমাকে বলেছেন, '(রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের খবর পেয়ে) আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সুনহে অবস্থিত তাঁর বাড়ি থেকে ঘোড়ায় চড়ে চলে এলেন এবং (ঘোড়া থেকে) নেমে মসজিদে প্রবেশ করলেন। সেখানে লোকদের সাথে কোনো কথা না বলে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে প্রবেশ করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে অগ্রসর হলেন। তখন তিনি (রাসুলুল্লাহ) একখানি 'হিবারাহ' ইয়ামানী চাদর দ্বারা আবৃত ছিলেন।আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

মুখমণ্ডল উম্মুক্ত করে তার উপর ঝুকে পড়লেন এবং চুমু খেলেন, তারপর কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন-'হে আল্লাহর নবি! আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আল্লাহ আপনার জন্য দুই মৃত্যু একত্রিত করবেন না। তবে যে মৃত্যু আপনার জন্য নির্ধারিত ছিল তা তো আপনি কবুল করেছেন।' (বুখারি)

● হজরত আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা আমাকে বলেছেন, '(রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তেকালের খবর পেয়ে) আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সুনহে অবস্থিত তাঁর বাড়ি থেকে ঘোড়ায় চড়ে চলে এলেন এবং (ঘোড়া থেকে) নেমে মসজিদে প্রবেশ করলেন। সেখানে লোকদের সাথে কোনো কথা না বলে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ঘরে প্রবেশ করে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে অগ্রসর হলেন। তখন তিনি (রাসুলুল্লাহ) একখানি 'হিবারাহ' ইয়ামানী চাদর দ্বারা আবৃত ছিলেন।আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখমণ্ডল উম্মুক্ত করে তার উপর ঝুকে পড়লেন এবং চুমু খেলেন, তারপর কাঁদতে লাগলেন এবং বললেন-'হে আল্লাহর নবি! আমার পিতা আপনার জন্য কুরবান হোক। আল্লাহ আপনার জন্য দুই মৃত্যু একত্রিত করবেন না। তবে যে মৃত্যু আপনার জন্য নির্ধারিত ছিল তা তো আপনি কবুল করেছেন।' (বুখারি)

● হজরত আব্দুল্লাহ ইবন জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাফর-এর পরিবারকে কান্না-কাটি করার জন্য তিনদিন সময় দিলেন। অতঃপর তিনি জাফর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবারের কাছে এসে বললেন, তোমরা আমার ভাইয়ের জন্য আজকের দিনের পরে আর কাঁদবে না।' (আবু দাউদ)

মৃত্যু সুনিশ্চিত। এ মৃত্যু সম্পর্কে কুরআনের ঘোষণা- `প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর তোমরা কিয়ামতের দিন পরিপূর্ণ প্রতিদান পাবে। তারপর যাকে দোযখ থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, তার সফলতা ঘটবে। আর পার্থিব জীবন ধোঁকা ছাড়া অন্যকিছু নয়।' (সুরা আল-ইমরান : আয়াত ১৮৫)

সুতরাং মৃত্যুতে শোক পালন করা গোনাহ নয়। আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুতে কান্না কিংবা চোখের পানি ফেলা নিষেধ নয়। তবে হাউমাউ করে কান্নাকাটি, বিলাপ বা রোনাজারি করা উচিত নয়।

অমুসলিমদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধৈর্য্যধারণ

আল্লাহর পথে আহ্বান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ নবী-রাসুলদের কাজ। সুতরাং যারা এ পথে কাজ করবে তাদের কথা-বার্তা ও আচরণে নবী রসুলদের আদর্শ প্রতিবিম্ব হতে হবে। কারণ তাঁরাই দুনিয়ার মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ অনুকরণীয় আদর্শ। আর তাদের আদর্শ হল, নম্রতা পূর্ণ কথা ও সুন্দর আচরণ। দাওয়াতি ময়দানে রুক্ষ ও কর্কশ ভাষা এবং উগ্র আচরণ কখনও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আল্লাহর পথে মানুষকে আহ্বানের পথ বড়ই বন্ধুর। এ পথে বিপদ-আপদের কমতি নেই। আল্লাহর একান্ত অনুগ্রহ না থাকলে এ পথে টিকে থাকা মুশকিল। কারণ দাঈর কাজ হলো মানুষকে প্রবৃত্তির দাসত্ব, বর্ণবৈষম্য ও ঐতিহ্য-আভিজাত্য থেকে মুক্ত হওয়া এবং আল্লাহর আনুগত্যে নিজেকে সঁপে দেওয়ার আহ্বান জানানো। তবে মানুষ ধন-ঐশ^র্য্যরে গৌরব, ক্ষমতার দম্ভ এবং পূর্বপুরুষের উত্তরাধিকারের মায়া ত্যাগ করতে পারে না। তারা আল্লাহর পথে আহ্বানকারীকে শত্রু ভেবে বসে এবং তাদের প্রতিরোধের চেষ্টা করে। এমন পরিস্থিতিতে ইমানের পথে অবিচল থাকা এবং সর্বোচ্চ ধৈর্য ও সংযম প্রদর্শন করা দাঈর জন্য আবশ্যক। দাওয়াতের কাজে ধৈর্য ধারণ করা নবীদের সুন্নত। যুগে যুগে নবী-রাসুলরা অত্যন্ত ধৈর্য ও সংযমের সঙ্গে দাওয়াতের কাজ পরিচালনা করেছেন। তাদের ধ্যান-জ্ঞানই ছিল মানুষকে আল্লাহর অনুগত বান্দা হিসেবে গড়ে তোলা। এ জন্য তারা কষ্ট-নির্যাতন বরদাশত করতেও পিছপা হননি। পবিত্র কোরআনে নবীদের ভাষায় বিবৃত হয়েছে, ‘তোমরা আমাদের যে কষ্ট দিয়েছো তাতে আমরা অবশ্যই ধৈর্য ধারণ করব। আর ভরসাকারীদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।’ (সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ১২)

আল্লাহর পথের আহ্বানকে অধিকাংশ মানুষই এড়িয়ে যাবে দাঈর জন্য এটা কষ্টকর। নুহ (আ.) ৯৫০ বছর দাওয়াত দেওয়ার পরও অল্প কয়েকজন মানুষ ইমান এনেছিল। তখন তিনি আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে বলেছিলেন, ‘ওগো পালনকর্তা, আমি আমার জাতিকে রাত-দিন দাওয়াত দিয়েছি। তবে আমার দাওয়াত তাদের পলায়ন-প্রবণতাই বাড়িয়েছে। যখনই আমি তোমার ক্ষমার পথে তাদের আহ্বান করেছি, তখনই তারা কানে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, কাপড়ে মুখ ঢেকে নিয়েছে, জিদ করেছে এবং চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে।’ (সুরা নুহ, আয়াত : ৫-৭)

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দাওয়াতের পদ্ধতি শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন,

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"তোমার পালনকর্তার পথের প্রতি আহবান কর হিকমত (প্রজ্ঞা) ও উপদেশপূর্ণ কথার মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন সুন্দরতম পন্থায়।" [সূরা নহল: ১২৫]

নবুওয়াত প্রাপ্তির পর তেরোটি বছর মাক্কায় ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। সত্য-সন্ধানী কিছু সংখ্যক লোক তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হন। কিন্তু মুশরিক নেতাদের দাপটের কারণে মক্কার অধিকাংশ মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেনি।

ঈমানের দাবি হচ্ছে, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিবেদিত হওয়া এবং এই সংগ্রাম চালাতে গিয়ে যত প্রকারের বাধাই আসুক না কেন তার মোকাবেলায় দৃঢ়পদ থাকা।

এই সংগ্রাম চালাতে গিয়ে মুমিনদেরকে অনিবার্যভাবে ভীতিপ্রদ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, কখনো কখনো অবস্থা এমন সঙ্গিন হতে পারে যে অনাহারে থাকতে হবে, কখনো কখনো বাগ-বাগিচা, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান, ঘরদোরের ওপর হামলা হতে পারে, কখনো কখনো ইসলাম বিদ্বেষীদের হাতে আপনজন ও সহকর্মীদের কেউ কেউ প্রাণ হারাতে পারেন এবং কখনো কখনো আয়-উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

এমন সব কঠিন পরিস্থিতিতেও যাঁরা সবর অবলম্বন করতে পারবেন, তাঁদেরকে সুসংবাদ দেয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন।

দাওয়াতের কাজে শত হুমকি-ধমকি আসবে। জেল-জুলুম-দেশান্তরের ভয় দেখানো হবে। জানমালের নিরাপত্তা সংশয়ের মুখে পড়বে। তবে প্রকৃত দাঈ হতাশ হবে না; সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন করবে। দাওয়াতের পথে ধৈর্যের সঙ্গে অবিচল থাকলে আল্লাহর সাহায্য একদিন আসবেই।

রাগ নিয়ন্ত্রণে ধৈর্য্যধারণের সুফল

রাগ, ক্রোধ মানুষের স্বভাবজাত একটি ত্রুটি। তবে রাগের সময় নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ ও সংযত করা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, রাগের সময় মানুষ স্বাভাবিক হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তখন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না। এ সময় এমন কিছু করে বসে যে কারণে পরবর্তীতে আফসোস করতে হয়।মুমিন ব্যক্তিরা রাগের সময় নিজেদের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে না।বরং রাগের সময়ও তাদের মাঝে ক্ষমা ও অনুকম্পার প্রাবল্যতা থাকে।মুমিনগণ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের দেয়া নির্দেশমত রাগের সময় ধৈর্য্য রাখে অর্থাৎ তাদের রাগ সংবরণ করে মানুষকে ক্ষমা করে দেয়। তারা জানেন মহান আল্লাহ এর প্রতিদান হিসেবে জান্নাত দেবেন।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সা.-কে বলল, 'আমাকে উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, 'রাগ করো না।' সে ব্যক্তি কয়েকবার এ কথা বলল, রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, 'রাগ করো না।' (সহিহ বুখারি, হাদিস, ৬১১৬)

ক্রোধ দমনের জন্য হাদিসে অজু করার নির্দেশ দিয়েছেন রাসূল সা.। বর্ণিত হয়েছে, 'নিশ্চয় রাগ শয়তানের পক্ষ থেকে। আর শয়তান আগুনের তৈরি। নিশ্চয় পানির দ্বারা আগুন নির্বাপিত হয়। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন রাগান্বিত হয় সে যেন অজু করে।' (সুনানে আবি দাউদ, হাদিস, ৪৭৮৬)

পবিত্র কোরআনে রাগ দমনকে মহান আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বলা হয়েছে। এ মর্মে পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে,

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

'যারা রাগ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল (তারা সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত)। আর আল্লাহতায়ালা সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।' (সুরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩৪)

মানুষের প্রতি মানুষের রাগ-ক্রোধ ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নানা কলহ সৃষ্টি করে।তাই রাগ দমন করা প্রত্যেকের জন্যই জরুরি।এতেই মিলবে মহান আল্লাহর ভালোবাসা এবং দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা।

সিয়াম পালন ধৈর্যের অন্যতম একটি উদাহরণ

মাহে রমজান ধৈর্যধারণের মাস। মানুষের কথাবার্তায়, কাজেকর্মে ও চলাফেরায় ধৈর্যধারণের মাধ্যমেই সিয়াম সাধনা পরিপূর্ণ হয়।সিয়াম শব্দটির মূল অর্থ হলো ‘আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ’। সুতরাং সিয়াম বলতে নিছক উপবাস বুঝায় না, বরং যখন আত্মসংযমের প্রশিক্ষণ হিসেবে উপবাস করা হয় তখন সেটা আনুষ্ঠানিক সিয়াম হয়। এ মাসে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের কঠোর ত্যাগ, উদারতা, সততা, ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। ধৈর্যধারণের বিনিময়ে নির্ধারিত রয়েছে অতুলনীয় শান্তির আবাস বেহেশত।

রোজাদার ব্যক্তি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধারণ করে সব ধরনের পাপকাজ, পানাহার ও ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকেন।এ মাসে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের কঠোর ত্যাগ, উদারতা, সততা, ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। ধৈর্যধারণের বিনিময়ে নির্ধারিত রয়েছে অতুলনীয় শান্তির আবাস বেহেশত। তাই এ মহান মাসটির পরিচয় তুলে ধরে ধৈর্য-সংযমের গুরুত্ব প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘এটা সবর বা ধৈর্যের মাস, আর সবরের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত।’ (মিশকাত)

মাসব্যাপী সিয়াম সাধনায় রোজাদার ব্যক্তি সর্বাবস্থায় ধৈর্যধারণ ও সহনশীলতা প্রদর্শনের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করে থাকেন। ফলে রোজা মানুষকে সংযমী ও সহনশীল করে এবং ত্যাগী বানায়।আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানবজাতিকে তাঁর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কুপ্রবৃত্তি মানুষকে ইবাদত করা থেকে সর্বদা বিরত রাখতে চেষ্টা করে। সুতরাং সহনশীলতার মাধ্যমে কুপ্রবৃত্তিগুলোকে দমন করে আল্লাহর ইবাদত সম্পন্ন করা উচিত। নতুবা মানবজীবনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। তাই ধৈর্য ধারণ করে মৌলিক ইবাদত করতে হবে আর এরই নাম ইবাদতে সবর। নামাজ প্রতিষ্ঠায়, রোজা পালনে ও হজ আদায় করতে যথেষ্ট ধৈর্য ধারণ করতে হয়।রমজান মাসে সারা দিন পানাহার পরিত্যাগ করে অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে রোজা রাখতে হয়। সুতরাং রমজান মাসে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে রোজাদারের মধ্যে ধৈর্য ও সহনশীলতা তথা সবরের গুণাবলি সৃষ্টি হয়।

সবর সম্পর্কিত কিছু হাদীস

যুগে যুগে আল্লাহ তা'আলা অনেক নবী রাসূলগণ এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।আল্লাহর বাণী মানুষের কাছে পৌঁছানো, তাদের সতর্ক করা ও সুসংবাদ দেওয়াই নবীদের কাজ।তাদের জীবনী থেকেই আমারা সবরকম শিক্ষা পাই।তাঁদের জীবনের অন্যতম গুণগুলোর মধ্যে একটি ছিলো **সবর**।

আবূ মূসা আল আশ্‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণিতঃতিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, কষ্টদায়ক কোন বিষয় শুনেও সবর করার ক্ষমতা আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক কারো নেই। মানুষেরা তাঁর সন্তান আছে বলে দাবি করে। (এরপরও তিনি মানুষের ওপর কোন প্রতিশোধ গ্রহণ না করে), বরং তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদেরকে জীবিকা দান করে থাকেন। সহীহ : বুখারী ৭৩৭৮, মুসলিম ২৮০৪, আহমাদ ১৯৫৮৯, সহীহ ইবনু হিব্বান ৬৪২; শব্দ বুখারীর।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি মহিলার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। সে একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। তিনি বললেন, ‘‘তুমি আল্লাহকে ভয় কর এবং ধৈর্য ধারণ কর।’’ সে বলল, ‘আপনি আমার নিকট হতে দূরে সরে যান। কারণ, আমি যে বিপদে পড়েছি আপনি তাতে পড়েননি।’ সে তাঁকে চিনতে পারেনি (তাই সে চরম শোকে তাঁকে অসঙ্গত কথা বলে ফেলল)। অতঃপর তাকে বলা হল যে, ‘তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন।’ সুতরাং (এ কথা শুনে) সে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুয়ারের কাছে এল। সেখানে সে দারোয়ানদেরকে পেল না। অতঃপর সে (সরাসরি প্রবেশ করে) বলল, ‘আমি আপনাকে চিনতে পারিনি।’ তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘‘আঘাতের শুরুতে সবর করাটাই হল প্রকৃত সবর।’’

সহীহুল বুখারী ১২৫২, ১২৮৩, ১৩০২, ৭১৫৪, মুসলিম ৯২৬, তিরমিযী ৯৮৮, নাসায়ী ১৮৬৯, আবূ দাউদ ৩১২৪, ইবনু মাজাহ ১৫৯৬, আহমাদ ১১৯০৮, ১২০৪৯, ১২৮৬০।

আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ‘‘আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘আমার মু’মিন বান্দার জন্য আমার নিকট জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন পুরস্কার নেই, যখন আমি তার দুনিয়ার প্রিয়তম কাউকে কেড়ে নই এবং সে সওয়াবের নিয়তে সবর করে।’’

আবূ সা'ঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ কিছু সংখ্যক আনসারী সহাবী আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট কিছু চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন, পুনরায় তাঁরা চাইলে তিনি তাঁদের দিলেন। এমনকি তাঁর নিকট যা ছিল সবই শেষ হয়ে গেল। এরপর তিনি বললেনঃ আমার নিকট যে মাল থাকে তা তোমাদের না দিয়ে আমার নিকট জমা রাখি না। তবে যে চাওয়া হতে বিরত থাকে, আল্লাহ তাকে বাঁচিয়ে রাখেন আর যে পরমুখাপেক্ষী না হয়, আল্লাহ তাকে অভাবমুক্ত রাখেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে, আল্লাহ তাকে সবর দান করেন। সবরের চেয়ে উত্তম ও ব্যাপক কোন নি'আমত কাউকে দেয়া হয়নি। (বুখারী পর্ব ২৪ : /৫০ হাঃ ১৪৬৯, মুসলিম ১২/৪২, হাঃ ১০৫৩)।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিতঃ তিনি বলেনঃ নবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, বিপদের প্রথম অবস্থায়ই প্রকৃত সবর।

ধৈর্য্য সম্পর্কে আলিমগণের মতামত

আমাদের আলেম-ওলামারা বলেছেন— ধৈর্য তিন প্রকার।

প্রথম প্রকার ধৈর্য হলো, বিপদে পড়লে ধৈর্য ধারণ করা। এই প্রকারের ধৈর্য সবচেয়ে নিম্নস্তরের। কারণ, এটা আপনার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে। আপনার পক্ষে নিজের পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। যেমন— চাকরি হারানো, প্রিয় কারো মৃত্যু ইত্যাদি।

এখন, এসব ক্ষেত্রে কিভাবে ধৈর্য প্রদর্শন করতে হবে?আপনাকে জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার প্রতি আশাবাদী মনোভাব পোষণ করতে হবে। এ বিপদটা কেন আপনার উপর এসে পড়লো আপনাকে এটা না বুঝলেও চলবে। আপনি দুঃখ অনুভব করতে পারবেন। দুঃখ অনুভব করা মানব প্রকৃতির অংশ। কাঁদতে পারবেন। শোকাহত হতে পারবেন। কিন্তু, কোনোভাবেই আল্লাহর বিজ্ঞতা, দয়া এবং ভালোবাসা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারবেন না। অন্তরেই এসব প্রশ্নকে পাত্তা দেয়া যাবে না, মুখে উচ্চারণ তো দূরে থাক।

অতএব, এসব ক্ষেত্রে ধৈর্য মানে বিপদে পড়লে আপনার চিন্তাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বিশেষ করে আপনার জিহ্বা। আপনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বিজ্ঞতাকে প্রশ্ন করতে পারবেন না। আর এ ধরণের ধৈর্য হলো সবচেয়ে নিম্নস্তরের ধৈর্য।

দ্বিতীয় প্রকারের ধৈর্য হলো— পাপ করা থেকে এবং আল্লাহর অবাধ্য হওয়া থেকে ধৈর্য ধারণ করা ও নিজেকে বিরত রাখা। এই প্রকারের ধৈর্য কখনো কখনো তুলনামূলকভাবে বেশি কঠিন। কারণ, প্রচুর পাপ করার সুযোগ আমাদের সামনে সবসময় উন্মুক্ত।

এ ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করার মানে হলো— নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা, আটকিয়ে দেওয়া, নিজের লালসায় লাগাম পরানো। আমাদের নিজেদের সংযত করা, টেনে ধরা, দমন করা। লোভনীয় কিছু সামনে আসলেই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি না। এই প্রকারের ধৈর্য ধারণ করার ক্ষেত্রে দক্ষ হওয়ার জন্য রামাদান মাস আমাদের সাহায্য করে। (নফল রোজাও এ ক্ষেত্রে সাহায্য করে।)

রামাদানে আমরা নিজেদের খাদ্য এবং পানি পান থেকে বিরত রাখি। যৌন চাহিদা পূরণ থেকেও আমরা নিজেদের বিরত রাখি। সুতরাং, আমরা তখন শিখি কিভাবে আমাদের জন্য হালাল নয় এমন জিনিস থেকেও নিজেদের বিরত রাখবো। আমরা তখন খাওয়া এবং পান করা থেকে বিরত থাকি একমাত্র এই কারণে যে আল্লাহ

বলেছেন খাওয়া এবং পান করা থেকে বিরত থাকো। তাই, আমরা খাই না এবং পান করি না।

তাহলে, মন্দ কাজের ব্যাপারে কী করবেন? আল্লাহ যখন বলেন মদ পান করো না, সব ধরণের মাদক থেকে দূরে থাকো, চুরি করো না, ব্যভিচার করো না ইত্যাদি। এভাবে আমরা যখন বৈধ কাজ খাওয়া এবং পান করা থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে দক্ষ হয়ে উঠি, আমাদের জন্য তখন হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে দক্ষ হয়ে উঠা সহজ হয়ে যায়।

তৃতীয় প্রকারের ধৈর্য, যা সর্বোচ্চ লেভেলের, এ ধরণের ধৈর্য অবলম্বন করা সত্যিই কঠিন। এর পরিবর্তনশীল অবস্থার কারণে, এ ধরণের সবরের কথা আমাদের মাথায়ও না আসার কারণে।

আর তা হলো— সময় নষ্ট করা থেকে নিজেকে বিরত রাখা। উপকারী কিছুতে নিজেকে ব্যস্ত রাখা এবং আল্লাহর ইবাদাতে নিজেকে আটকিয়ে রাখা। সবসময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ইবাদাতে মগ্ন থাকা। এই প্রকারের ধৈর্য ধরার মানে— নিজেকে আটকিয়ে দেওয়া, বাধা দেওয়া, সংযত করা এমনকি হয়তো হালাল কিছু থেকেও। (কাজটিতে হয়তো গুনাহ নেই, কিন্তু কোনো সওয়াবও হবে না।)

এ ধরণের কাজে বেশি জড়িয়ে পড়লে তা মাকরূহে পরিণত হয়। অতিরিক্ত বেহুদা কাজে, সময় নষ্ট হওয়ার কাজে যুক্ত হওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখা। এবং নিজের জন্য বেশি উপকারী কাজে যুক্ত থাকা। বেশি বেশি কুরআন অধ্যয়ন করা, মুখস্ত করা, নামাজে সেগুলো তিলাওয়াত করা, অতিরিক্ত জিকির করা, অতিরিক্ত দান করা।

— ড. ইয়াসির ক্বাদী

সাহাবি গণের মধ্যে ধৈর্যের গুণাগুণ

অতীতে বহু নবী ও রাসূল অত্যাচারিত হয়েও স্বীয় দ্বীন প্রচারের দায়িত্ব হতে সরে দাঁড়াননি। বরং ছবর করে চালিয়ে গেছেন তাঁদের দাওয়াতী মিশন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, ‘বহু নবী এমন ছিলেন, যাঁদের সাথীরা অনেকে আল্লাহর প্রতি নিবেদিত হয়ে তাঁদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। আল্লাহর পথে তারা বিপদাপদের মুখোমুখি হয়েছেন, সেজন্য তাঁরা দুর্বল হয়ে পড়েননি এবং দমেও যাননি।

আবু তালহা (রাঃ)-এর এক ছেলে অসুস্থ হলো। আবু তালহা তখন বাইরে কোথাও গেলেন। সেই সময় ছেলেটি মারা যায়। আবু তালহা ফিরে এসে ছেলের অবস্থা জানতে চাইলেন। ছেলে ও মা উম্মু সুলাইম (রাঃ) বললেন, সে আগের চেয়ে ভাল আছে। তারপর আবু তালহাকে তিনি রাতের খাবার দিলেন। আবু তালহা খাবার খেলেন, তারপর স্ত্রী সহবাস করলেন। শেষে উম্মু সুলাইম বললেন, ছেলেকে দাফন করুন। সকালবেলা রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-এর কাছে এসে আবু তালহা (রাঃ) তাঁকে এই সংবাদ দিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) প্রশ্ন করলেন, আজ রাতে তুমি কি স্ত্রী সহবাস করেছ? আবু তালহা বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্! তাদের উভয়কে তুমি বরকত দাও। এরপর উম্মু সুলাইমের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আবু তালহার ছেলে ইন্তিকাল করলে বাড়ীর লোকদেরকে তার মাতা উম্মু সুলাইম বললেন যে, তারা যেন ছেলে সম্পর্কে আবু তালহাকে কিছু না বলে। তাকে যা বলার আমি নিজেই বলব। আবু তালহা বাড়ী আসার পর উম্মু সুলাইম তাকে রাতের খাবার দিলেন। তিনি খাবার খেলেন। তারপর উম্মু সুলাইম নিজেকে আগের চেয়ে অধিক সুন্দর করে স্বামীর জন্য সাজালেন। আবু তালহা তার সাথে সহবাস করলেন। উম্মু সুলাইম যখন দেখলেন, আবু তালহা তৃপ্ত হয়েছেন এবং তার প্রয়োজন পূরণ হয়েছে, তখন তাকে বললেন, হে আবু তালহা! যদি কোন পরিবারকে কোন সম্প্রদায় কিছু ঋণ দেয়, তারপর সেই ঋণ ফেরত চায়, তবে কি তাদের ঋণ ফেরত না দেয়ার অধিকার সেই পরিবার রাখে? আবু তালহা বললেন, না। উম্মু সুলাইম বললেন, তাহলে আল্লাহর নিকট আপনার ছেলের জন্য ছওয়াব কামনা করুন! এই কথা শুনে আবু তালহা রেগে গেলেন এবং বললেন, তুমি আগে কিছু বললে না, এমনকি আমি সহবাসও করে ফেললাম, তারপর আমার ছেলের ব্যাপারে খবর

দিলে। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে সব কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) দো'আ করলেন, তোমাদের উভয়ের রাতে আল্লাহ্ তা'আলা বরকত দিন।

তারপর উম্মু সুলইম (রাঃ) গর্ভবতী হলেন। কোন এক সফরে তিনি (উম্মু সুলাইম) রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলেন। সফর থেকে রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) মদীনায় সাধারণতঃ রাতে ফিরে আসতেন না। যা হোক তারা যখন মদীনার কাছাকাছি আসলেন, তখন উম্মু সুলাইমের প্রসব যন্ত্রণা শুরু হল। আবু তালহা এজন্য তার কাছে রয়ে গেলেন। আর রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) চলে গেলেন। আবু তালহা বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ্! তুমি জান যে, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) যখন কোথাও যান এবং কোথাও থেকে ফিরে আসেন, তখন তাঁর সাথে সাথে থাকতে আমার ভাল লাগে। আর এখন যে কারণে আমি এখানে আটকে পড়লাম তা তুমি দেখছ। উম্মু সুলাইম বলতে লাগলেন, হে আবু তালহা! যে ব্যথা আমি অনুভব করছিলাম, এখন তা আর অনুভব করছি না , চলুন যাই। সেখান থেকে আমরা চলে এলাম। মদীনায় আসার পর তার প্রসব যন্ত্রণা শুরু হল এবং একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল *(বুখারী, হা/৫৪৭০; মুসলিম, হা/২১৪৪।)*

উম্মু সুলাইম ধৈর্য্য ধরার ফলে মহান আল্লাহ তাদের ঔরসে পূনর্বার পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে তাদের দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে দেন। উম্মু সুলাইম নিজ পেটে ধরা সন্তানের লাশ স্বামীর অলক্ষ্যে রেখে বেদনা বিধুর হৃদয়ের শত যন্ত্রনাকে সবরের ভেলায় ভাসিয়ে দিয়ে নিজেকে সফর ফেরত স্বামীর জন্য উপস্থাপন করেছিলেন। তিনি কী পরিমাণ সবর করেছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। ছবরের চরম বাস্তবতার উদাহরণ এর চেয়ে আর কি হতে পারে। অবশ্য মহান আল্লাহ তাকে ছবরের বিনিময়ে তড়িৎ ফলও দিয়েছিলেন।

উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যদি কোন মুসলমানের প্রতি কোন বিপদ আসে, আর সে তায় বলে যা আল্লাহ তা'আলা তাকে বলতে বলেছেন, তথা **إنا لله وانا إليه راجعون** - অর্থাৎ 'আমরা আল্লাহর জন্য এবং আর তাঁর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন।

অতঃপর বলে,

اللهم اجرني في مصيبتين واخلف لی خيرا منها الا
اخلف الله خيرا منه '

হে আল্লাহ! তুমি আমার এই বিপদে আমাকে প্রতিফল দাও এবং তা অপেক্ষা উত্তম বিনিময়ে আমাকে ভূষিত কর। তা হলে আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদানে সম্মানিত করেন।

আতা ইবনে আবু রাবাহা বলেন, আমাকে একদা ইবনে আববাস বললেন, (আতা) আমি কি তোমাকে একটি জান্নাতী মেয়ে লোক দেখাব না? আমি বললাম, হ্যাঁ ! দেখান। তিনি বললেন, এই কালো মেয়ে লোকটি জান্নাতী। সে একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি মৃগী রোগে আক্রান্ত হই এবং উলঙ্গ হয়ে পড়ি। আল্লাহর নিকট আমার জন্য দু'আ করুন। মহানবী (ছাঃ) বললেন, যদি ইচ্ছা কর তাহলে সবর বা ধৈর্য ধরতে পার। আর ধৈর্য ধরলে তোমার জন্য জান্নাত রয়েছে। আর যদি ইচ্ছা কর সুস্থ হওয়ার তাহলে আমি তোমার জন্য দু'আ করব, যেন আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করেন। মহিলাটি বলল, আমি ছবর করব। অতঃপর বলল, তবে আমি যে অসুস্থতার সময় নগ্ন হয়ে যায়। দু'আ করুন আমি যেন নগ্ন না হয়ে পড়ি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য দু'আ করলেন সে যেন রোগাক্রান্ত হওয়ার সময় নগ্ন না হয়। ফলে তারপর থেকে তিনি অসুস্থ হলে আর নগ্ন হয়ে যেতেন না। (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৭৭)।

মহিলাটি যদি সুস্থতার জন্য মহানবী (ছাঃ)-এর জন্য নিকট দু'আ চাইতেন তাহলে হয়তো সুস্থ হয়ে যেতেন, তবে তার জন্য জান্নাত না জাহান্নাম তা বলা কঠিন ছিল। কিন্তু অসুস্থ থেকে ধৈর্য ধরার বিনিময়ে তাকে মহান আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশের সুযোগ দান করবেন। যা ছবরের বাস্তব ফলাফল হিসাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ছবরের ফলাফল সুখকর জানার জন্যই মহানবী (ছাঃ) মহিলাকে ছবর করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে উক্ত পরামর্শ তার নিকট উপস্থাপন করে ছিলেন। সবর বা ধৈর্য মানুষকে বড়, সম্মানী ও মর্যাদাবান হতে সহায়তা করে থাকে। ধৈর্যহীন মানুষের দ্বারা পৃথিবীতে কোন দিন কোন কঠিন ও মহৎ কাজ সাধিত হয়নি। এই বিশ্ব চরাচরে যত জটিল ও স্মরণীয় বরণীয় মহৎ কাজ সম্পন্ন হয়েছে তা ধৈর্যশীল ব্যক্তিদের অক্লান্ত চেষ্টা ও সাধনর বিনিময়েই সাধিত হয়েছে।

সবর ও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের অনেক বেশি ভালেবাসেন।এ কথা তিনি কুরআনুল কারীমের অনেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন।আমাদের ও সবকিছুর উর্ধ্বে আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে,ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হবে,আল্লাহর দেয়া নির্দেশ পালন করার মাধ্যমে।আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করতে পারা বান্দার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া।

সাধারণত সবর বলতে আমরা কেবল বিপদাপদে ধৈর্য ধরাকেই বুঝি। তবে ইসলামে এর অর্থ আরও ব্যাপক। ইসলামে সবর বলতে ইবাদতের ওপর অবিচল থাকা, গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং বিপদ-আপদে অস্থির না হওয়াকে বোঝায়। (আস-সবর, সালিহ আল মুনাজ্জিদ) এই ব্যাপক অর্থে যাঁরা সবর করেন, আল্লাহ তাঁদের ভালোবাসেন। (সুরা আলে ইমরান: ১৪৬)

সুখ ও সমৃদ্ধিতে সবর ও শুকরিয়া

আল্লাহ তা'আলা যেমন দুঃখ দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করেন ঠিক তেমনি অর্থ-সম্পদ দিয়েও পরীক্ষা করে থাকেন।

সাধারণ মানুষ সুখের পর কোনো দুঃখ, কষ্টে পতিত হলে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে এবং মহান আল্লাহর প্রতি বদ ধারণা পোষণ করতে শুরু করে। তার আচার-আচরণে এমন ভাব ফুটে উঠে, এতে মনে হয় যেন ইতোপূর্বে সে কখনো কোনো আরাম বা সুখ ভোগ করেনি। অথবা এই দুঃখ-কষ্টের পর আবারো যে তার জীবনে কখনো সুখের দিন ফিরে আসতে পারে তা সে কখনো আশাও করতে পারে না।

এর বিপরীতে দুঃখ-কষ্টের পর যদি তার জীবনে সুখ শান্তি ফিরে আসে তখন সে বলতে শুরু করে যে, দুঃসময় তার ওপর থেকে সরে গেছে। এ কথা বলে সে খুশিতে আত্মহারা হয়ে যায় এবং অন্যদের ওপর গর্ব করতে থাকে। এরপর আবার যে, তার ওপর দুঃখ-বিপদ নেমে আসতে পারে এ সম্পর্কে সে বেখেয়াল ও নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে।

তবে যারা মুমিন তারা এই বদ অভ্যাস থেকে মুক্ত। তারা দুঃখ-দুর্দশায় ধৈর্য ধারণ করে এবং সুখ ও আরামের সময় মহান আল্লাহ তায়ালার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ও তাঁর অনুগত হয়ে থাকে। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এর বিনিময়ে ক্ষমা ও বড় পুরস্কার দেন।

রাসূল সা. বলেছেন, মুমিনের জন্য আল্লাহর প্রত্যেকটা ফয়সালা কল্যাণকর হয়ে থাকে। সে সুখ-শান্তির সময় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ফলে তা তার জন্য কল্যাণকর হয় এবং দুঃখ-কষ্টের সময় ধৈর্য ধারণ করে ফলে তখনও সে কল্যাণ লাভ করে থাকে। (মুসলিম, হাদিস : ২৯৯৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

তারা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে এনে তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা শরীক করতে থাকে।(সূরা আম্বিয়া-৬৫)।

এ কারণে সুখের দিনেও মহান আল্লাহর শুকরিয়া করা উচিত। মহান আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করা উচিত। তাহলে বিপদের দিনে মহান আল্লাহই আমাদের তার রহম চাদরে আশ্রয় দেবেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে লোক বিপদাপদ ও সংকটের সময় আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ লাভ করতে চায়, সে যেন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বেশি পরিমাণে দোয়া করে। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৩৮২)। মহান আল্লাহ আমাদের সবাইকে সর্বাবস্থায় তাঁর অনুগত থাকার তাওফিক দান করুন। আমিন।

রাসূল(সা) এর ধৈর্য্যশীলতা

মহানবী (সা.) ছিলেন ধৈর্যের মূর্তপ্রতীক। তিনি পৃথিবীতে আগমনের আগে তার পিতা ইহলোক ত্যাগ করেন। ফলে অনাথত্বের দুঃখগুকষ্টের ওপর তাকে ধৈর্যধারণ করতে হয়। মাত্র ৬ বছর বয়স হওয়ার পর মা আমিনা এ ধরাধাম হতে চিরবিদায় নেন। ফলে মায়ের আদর হতে বঞ্চিত অবস্থায় অসহায়ভাবে ধৈর্যধারণ করে জীবনযাপন করতে হয়। আট বছর বয়সে দাদা আবদুল মুত্তালিব পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। দাদার আদর হতে বঞ্চিত হয়েও তিনি ধৈর্যধারণ করেন। এরপর চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে দুঃখগুকষ্টে তার জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। ২৫ বছর বয়সে খাদিজা (রা.)-এর সঙ্গে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হন। এভাবে তেমন কোনো শুভাকাক্সক্ষী না থাকা অবস্থায়ই তার জীবনের ৪০টি বসন্ত পেরিয়ে যায়। এরপর ৪০ বছর বয়সে যখন নবুওয়তপ্রাপ্ত হন, তখন দ্বীন ইসলামের প্রচারে নানা বাঁধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন। সব বাঁধা উপেক্ষা করে তিনি দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসার চালিয়ে যেতে থাকেন। কোরাইশের লোকরা তাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতে থাকে ও নানা বিদ্রপবাণে জর্জরিত করতে থাকে। মহানবী (সা.) এসব কিছুর ওপর ধৈর্যধারণ করে ইসলামের প্রচার-প্রসার চালিয়ে যেতে থাকেন। লোকরা আশানুরূপভাবে ঈমান না আনার কারণে তিনি পরিতাপ করতে থাকেন। লোকদের ঈমান না আনার বিষয়টি তাকে কষ্ট দিতে থাকে। তিনি পরিতাপ ও আফসোস করার সঙ্গে সঙ্গে ধৈর্যধারণ করতে থাকেন।

নামাজে বাঁধা ও নবীজির সবর

মহানবী (সা.)-এর জন্য দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। এ পথে ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে তাকে বহু কণ্টকময় পথ পাড়ি দিতে হয়েছে; কোরাইশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অত্যাচার, নির্যাতন ও নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। নিজের পরিবার-পরিজন ও গোত্রসহ আবু তালিবের ঘাঁটিতে ৩ বছরের বন্দি জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। কিন্তু কোনো অবস্থায়ই তিনি থেমে যাননি। সর্বাবস্থায় দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ অব্যাহত রেখেছেন; আপন লক্ষ্যে অবিচল থেকেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, একবার রাসুল (সা.) সেজদারত ছিলেন। তার আশপাশে কোরাইশের মুশরিকদের কিছু লোক ছিল। এ সময় উকবা ইবনে আবু মুআইত উটের ভুঁড়ি এনে মহানবী (সা.)-এর পিঠে ফেলে দিল। ফলে তিনি

তার মাথা তুলতে পারলেন না। অবশেষে ফাতেমা (রা.) এসে তার পিঠ হতে তা সরিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি এ কাজ করেছে, তার বিরুদ্ধে বদদোয়া করলেন। এরপর রাসুল (সা.) বললেন, 'হে আল্লাহ! কোরাইশদের এ দলের বিচার আপনার ওপর ন্যাস্ত করলাম। হে আল্লাহ! আপনি আবু জাহেল ইবনে হিশাম, উতবা ইবনে রবিআ, শাইবা ইবনে রবিআ, উকবা ইবনে আবু মুআইত ও উমাইয়া ইবনে খালফকে শাস্তি দিন।' ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি দেখেছি, তারা সবাই বদর যুদ্ধে নিহত হয়। উমাইয়া অথবা উবাই ছাড়া তাদের সবাইকে কূপে নিক্ষেপ করা হয়। কেননা, সে ছিল মোটা দেহের। যখন তার লাশ টানা হচ্ছিল, তখন কূপে নিক্ষেপ করার আগেই তার জোড়াগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।' (বোখারি : ৩১৮৫)।

কাফেরদের নির্যাতনে নবীজির ধৈর্য

ইসলামের প্রচার ও প্রসারের পথে কোরাইশের লোকেরা মহানবী (সা.)-এর ওপর অত্যন্ত অসভ্য, বর্বর ও পাশবিক আচরণ করত। কিন্তু রাসুল (সা.) এ ধরার বুকে দ্বীন ইসলামকে বিজয়ী করার লক্ষে সব কষ্ট সহ্য করে নিতেন। অম্লান বদনে বরদাশত করতেন কাফের বে-দ্বীনের অন্যায়-অত্যাচার। উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের (রহ.) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মক্কার মুশরিকরা রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে সবচেয়ে কঠিন আচরণ কী করেছিল? তিনি বললেন, আমি উকবা ইবনে আবু মুআইতকে দেখেছি, সে মহানবী (সা.)-এর কাছে এলো, যখন তিনি নামাজ আদায় করছিলেন। সে নিজের চাদর দিয়ে রাসুল (সা.)-এর গলায় জড়িয়ে শক্ত করে চেপে ধরল। আবু বকর (রা.) এসে উকবাকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'তোমরা কি এমন লোককে মেরে ফেলতে চাও, যিনি বলেন, একমাত্র আল্লাহই আমার প্রতিপালক! যিনি তার দাবির স্বপক্ষে তোমাদের রবের কাছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ সঙ্গে নিয়ে এসেছেন?' (বোখারি : ৩৬৭৮)।

বিপদাপদে ও অনাহারে সবর

পৃথিবীতে যত নবী-রাসুল এসেছেন, সবাইকেই বিভিন্ন বালা-মসিবতের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কারণ, যুগে যুগে একত্ববাদের অনুসারী খুব কম লোকই হয়েছে। হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। এই চিরন্তন দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় সব সময় সত্য ও মিথ্যার লড়াই হয়েছে। এ ক্ষেত্রে হকের বিরোধী লোক বেশি থাকার কারণে সত্যের ধারক-বাহকদের ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে দৃঢ়তার সঙ্গে শত্রুর মোকাবিলা করতে হয়েছে।

বিশ্বনবী (সা.)-ও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নন। তাকেও দ্বীনের পথে বহু কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করতে হয়েছে। করতে হয়েছে ধৈর্যধারণ। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসুল! কোন মানুষের সর্বাপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা হয়?' তিনি বললেন, 'নবীদের। এরপর মর্যাদার দিক থেকে তাদের পরবর্তীদের, তারপর তাদের পরবর্তীদের। বান্দাকে তার দ্বীনদারির মাত্রা অনুসারে পরীক্ষা করা হয়। যদি সে তার দ্বীনদারিতে অবিচল থাকে, তবে তার পরীক্ষাও হয় কঠিন। আর যদি সে তার দ্বীনদারিতে নমনীয় হয়, তবে তার পরীক্ষাও সে অনুযায়ী হয়। এরপর বান্দা অহরহ বিপদাপদে পরিবেষ্টিত থাকে। শেষে সে পৃথিবীর বুকে গোনাহমুক্ত হয়ে পবিত্র অবস্থায় বিচরণ করে।' (সুনানে ইবনে মাজাহ : ৪০২৩)। রাসুল (সা.) ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। ফলে তার পরীক্ষা হয়েছিল কঠিন থেকে কঠিনতর। আনাস (রা.) বলেন, রাসুল (সা.) বলেছেন, 'আমাকে আল্লাহর পথে যেভাবে ভয় দেখানো হয়েছে, আর কাউকে সেভাবে দেখানো হয়নি। আমাকে আল্লাহতায়ালার উদ্দেশে যেভাবে যন্ত্রণা দেয়া হয়েছে, আর কোনো ব্যক্তিকে সেভাবে যন্ত্রণা দেয়া হয়নি। আমার ওপর দিয়ে ত্রিশটি দিনরাত এমনভাবে অতিবাহিত হয়েছে যে, বেলালের বগলের মধ্যে রক্ষিত সামান্য খাদ্য ছিল আমার ও বেলালের সম্বল। তা ছাড়া এতটুকু আহারও ছিল না, যা কোনো প্রাণধারী প্রাণী খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারে।' (তিরমিজি : ২৪৭২)।

পরিবার-পরিজনের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ

মহানবী (সা.) তার আত্মীয়-স্বজন, পরিবার-পরিজন ও সন্তান-সন্ততির মৃত্যুতে ধৈর্যধারণ করেছেন। খাদিজা (রা.) মৃত্যুবরণ করলে তিনি অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত ও কাতর হয়ে পড়েন। তিনি এতটাই ভারাক্রান্ত হন যে, তার মৃত্যুর বছরকে 'শোকের বছর' বলে নামকরণ করেন। যয়নাব (রা.)-এর এক সন্তান মৃত্যুবরণ করলে মহানবী (সা.) হা-হুতাশ না করে ধৈর্যধারণ করেন ও নীরবে অশ্রুপাত করতে থাকেন। ওসামা ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর জনৈক কন্যা (যয়নাব) নবী (সা.)-এর কাছে এ বলে লোক পাঠালেন, 'আমার এক পুত্র মরণাপন্ন অবস্থায় রয়েছে, তাই আপনি আমাদের কাছে আসুন।' তিনি বলে পাঠালেন, '(তাকে) সালাম দেবে ও বলবে, আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে, যা কিছু তিনি নিয়ে যান। আর তাঁরই অধিকারে রয়েছে, যা কিছু তিনি দান করেন। তাঁর কাছে সবকিছুরই একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। কাজেই সে যেন ধৈর্যধারণ করে এবং পুণ্যের অপেক্ষায় থাকে।' তখন তিনি তার কাছে কসম দিয়ে পাঠালেন, তিনি যেন অবশ্যই আগমন করেন। তখন তিনি দাঁড়ালেন। তার সঙ্গে সাদ

ইবনে উবাদা, মুআজ ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কাব, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা.)-সহ আরও কয়েকজন সাহাবি ছিলেন। তখন শিশুটিকে রাসুল (সা.)-এর কাছে তুলে দেয়া হলো। তখন সে ছটফট করছিল। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা ধারণা যে, তিনি এ কথা বলেছিলেন, যেন তার নিঃশ্বাসে মশকের মতো শব্দ হচ্ছিল! আর নবীজি (সা.)-এর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। সাদ (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! এ কি?' তিনি বললেন, 'এ হচ্ছে দয়া, যা আল্লাহ তাঁর বান্দার অন্তরে গচ্ছিত রেখেছেন। আর আল্লাহ তো তাঁর দয়ালু বান্দাদের প্রতিই দয়া করেন।' (বোখারি : ১২৮৪)।

মহানবী (সা.)-এর ঔরসজাত সন্তান ইবরাহিম (রা.) মৃত্যুবরণ করলে তখনও তিনি কান্নাকটি ও বিলাপ না করে ধৈর্যধারণ করেন। অবশ্য দয়া ও করুণার অশ্রু তার চোখ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহর সিদ্ধান্তে আমি সন্তুষ্ট।' আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন, আমরা রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে আবু সায়ফ কর্মকারের কাছে গেলাম। তিনি ছিলেন নবী-তনয় ইবরাহিম (রা.)-এর দুধ সম্পর্কীয় বাবা। রাসুল (সা.) ইবরাহিম (রা.)-কে তুলে নিয়ে চুমু খেলেন এবং নাকে-মুখে লাগালেন। এরপর (আরেকবার) আমরা তার (আবু সায়ফের) বাড়ি গেলাম। তখন ইবরাহিম (রা.) মুমূর্ষু অবস্থায়। এতে রাসুল (সা.)-এর উভয় চোখ গড়িয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল। তখন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আপনিও কাঁদছেন?' রাসুল (সা.) বললেন, 'অশ্রু প্রবাহিত হয়। আর হৃদয় হয় ব্যথিত। তবে আমরা মুখে তা-ই বলি, যা আমাদের রব পছন্দ করেন। হে ইবরাহিম! তোমার বিচ্ছেদে আমরা অবশ্যই শোকসন্তপ্ত।' (বোখারি : ১৩০৩)।

ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা মানবিক গুণাবলির অন্যতম

সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য শ্রেষ্ঠ মানবিক উত্তম গুণাবলির অন্যতম। পবিত্র কোরআনে বহু জায়গায় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজেকে ধৈর্যশীল ও পরম সহিষ্ণু হিসেবে পরিচয় দান করেছেন। ধৈর্যের আরবি প্রতিশব্দ 'সবর'। আরবি প্রবাদ রয়েছে, 'আছ-ছবরু মিফতাহুল ফারাজ', অর্থাৎ 'ধৈর্য সফলতার কুঞ্জি।'সহিষ্ণুতার আরবি প্রতিশব্দ 'হিলম'। সবর ও হিলম শব্দদ্বয়ের মধ্যে কিছুটা তাত্ত্বিক পার্থক্য রয়েছে। সাধারণভাবে সবর তথা ধৈর্য হলো অপারগতার কারণে বা অসমর্থ ও অসহায় হয়ে প্রতিকারের চেষ্টা বা প্রত্যাঘাত না করা। হিলম, অর্থাৎ সহিষ্ণুতা মানে হলো শক্তি–সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ গ্রহণ বা প্রত্যাঘাতের চেষ্টা না করা। এই অর্থে সবর বা ধৈর্য অপেক্ষা হিলম তথা সহিষ্ণুতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই উভয় শব্দ কখনো কখনো অভিন্ন অর্থে তথা উভয় অর্থে ও একে অন্যের স্থানে ব্যবহৃত হয়। হিলম তথা সহিষ্ণুতা সম্পর্কে কোরআন মাজিদে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ

তাদেরকে অবশ্যই এমন এক স্থানে পৌছাবেন, যাকে তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, সহনশীল।(সূরা হজ্জ-৫৯)

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রথম বিষয়টি বাক্‌সংযম, এর দ্বিতীয় ধাপ হলো মেজাজ নিয়ন্ত্রণ। আরবি প্রবাদ রয়েছে, 'ইন্নাল বালাআ মুআক্কালুন বিল মানতিক', অর্থাৎ বিপদ–আপদ কথার সঙ্গে সম্পর্কিত।মৌনতা বা নীরবতা এমন এক সৌন্দর্য,যাকে ঈর্ষা করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে নীরবতাই শ্রেষ্ঠ উত্তর হয়ে থাকে। শান্তি, সহাবস্থান, স্থিতিশীলতা ও সফলতার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন,

وَالْعَصْرِ ● إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ

●إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ●

'মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা ইমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।' (সুরা-১০৩ আসর, আয়াত: ১-৩)। '

সারসংক্ষেপ

সবর হলো, বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টে বিচলিত না হয়ে এবং আনন্দ ও সুখে আত্মহারা না হয়ে অটল ও স্থিরভাবে ইসলাম প্রদর্শিত পথে দৃঢ়পদে চলতে থাকা।সবর হলো গায়রুল্লাহ অর্থাৎ-আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্য কারও জন্য বিপদ-ব্যথার অভিযোগ থেকে বিরত থাকা।

মুমিন জীবনে ধৈর্যের পরীক্ষা অনেকভাবে হতে পারে। সাধারণভাবে ধৈর্যের তিনটি ক্ষেত্র রয়েছে। প্রথমত, আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষার ধৈর্য। দ্বিতীয়ত, পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আপতিত বিপদাপদে ধৈর্য। তৃতীয়ত, মানুষের তৈরি বিপদাপদে ধৈর্য। সব ধরনের বিপদাপদেই মুমিন বান্দার কর্তব্য হচ্ছে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করা। কোনো ক্ষেত্রে অধৈর্য হয়ে আল্লাহর প্রতি অশোভন বাক্য উচ্চারণ করা জঘন্য পাপ।

আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

হে বৎস, নামায কায়েম কর, সৎকাজে আদেশ দাও, মন্দকাজে নিষেধ কর এবং বিপদাপদে সবর কর। নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।(সূরা লোকমান-১৭)

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পৃথিবীর সেরা সৃষ্টিজীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। কোনো কোনো মানুষকে তিনি ঐশ্বর্য, উচ্চ পদমর্যাদা, নেতৃত্ব, সুন্দর স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন করেন। অন্যদিকে কেউ কেউ অক্লান্ত পরিশ্রম করেও তেমন কোনো সাফল্য অর্জন করতে পারেন না; বরং তারা অল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন পরীক্ষার সম্মুখীন হচ্ছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত, অভাব-অনটন, অসুখ-বিসুখ দিয়ে পরীক্ষা করেছেন বিভিন্ন সময়ে। এর দ্বারা তিনি যাচাই-বাছাই করে নেন কে তাকে বেশি ভালোবাসেন। আর কে তার নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যারা এ কঠিন অবস্থায় তার নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে। এ ধরণের ধৈর্যহারা ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোনো কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে পারে। ফলে তাদের কাজে জটিলতা বৃদ্ধি পায়, পারস্পরিক সম্পর্ক তিক্ত হয়। এ কারণে যে কোনো কাজে আল্লাহ

তা‘আলার সাহায্য পেতে হলে ধৈর্য অবলম্বনের মাধ্যমে তাঁর নিকট সাহায্য চাইতে হবে।

দুনিয়ায় নবীরা হলেন সবচেয়ে ওপরের স্তরের মানুষ। তাঁদের ওপরই পরীক্ষা এসেছিল সবচেয়ে বেশি। হজরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত সব নবীকেই এ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) জীবনে অনেক কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে ঈমানের পরীক্ষা দিয়েছেন। ধৈর্য দ্বারা তিনি সব পরীক্ষায় সফল হয়েছেন। তেমনিভাবে দুনিয়ায় যারাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়েছেন, তারাই ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। অতএব প্রত্যেক মুমিনের উচিত বিপদ-আপদে বিচলিত না হয়ে পড়া, ধৈর্যের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্যের প্রত্যাশা করা। ধৈর্যের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব এবং দুনিয়া ও আখিরাতের উপকারিতাগুলো দেখলে এটি ভালভাবে বোঝা যায় যে পবিত্র কুরআনে বহুবার আমাদের জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমাদের ধৈর্য ধারণ করার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা’আলা আমাদের সকলকে সবরের মতো মহৎ গুণের অধিকারী বানান। আমাদেরকে ধৈর্যশীল বান্দা হবার তাওফীক দিন।আমীন।

তথ্যসূত্র

1. বইঃসবর ও শোকর (মূলঃইমাম গাযযালী রহ)
2. https://www.alkawsar.com/bn/article/3470/
3. https://www.jagonews24.com/religion/news/77313
4. https://www.hadithbd.com/books/error/?id=13237
5. https://weeklyarafat.com/single-probondho-post/36/%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%A6%E0%A7%83%E0%A6%B7%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%B8%E0%A6%AC%E0%A6%B0-:-%E0%A6%8F%E0%A6%95%E0%A6%9F%E0%A6%BF-%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A6%BE
6. https://www.deshrupantor.com/265718/%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%93%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%87-%E0%A6%A7%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF-%E0%A6%93-%E0%A6%B8%E0%A6%82%E0%A6%AF%E0%A6%AE
7. https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/prophet-life/156428/%E0%A6%AE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A7%80%E0%A6%B0-%E0%A6%A7%E0%A7%88%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B2%E0%A6%A4%E0%A6%BE
8. https://quraneralo.net/sabr3/